স্মৃতি বিস্মৃতি

স্মৃতি বিস্মৃতি

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

কালপ্রতিমা প্রকাশনী
কলকাতা - ৭০০০৪৮

SMRITI BISMRITI

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী, ২০১১

গ্রন্থসত্ত্ব

রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক

সর্বাণী গঙ্গোপাধ্যায়

বি ৩/৩ রিজেন্ট সোনারপুর

কলকাতা - ৭০০১০৩

পরিবেশক

কালপ্রতিমা

আশাবরী

এফ ৩ বি এস কে দেব রোড

কলকাতা - ৭০০০৪৮

মুদ্রক

অমিত ব্যানার্জী

টালিগঞ্জ, কলকাতা

যোগাযোগ ঃ ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯

Website : http://www.rabigangopadhyay.com

মূল্য

একশ টাকা

উৎসর্গ

নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালবাসায় অভিমানে
- বৃষ্টির মেঘ
- কোজাগর
- পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে
- কয়েক টুকরো
- মুখর প্রচ্ছদ
- জলের মর্মর
- জল থেকে জলে
- মাটির কুলুঙ্গি থেকে
- আগুন ও জলের পিপাসা
- জল থেকে জলে
- ধূসর সংহিতা
- কোঠার ভিতর চোরকুঠুরি
- ছিন্নমেঘ ও দেবদারু পাতা
- ব্যক্তিগত কথোপকথন
- কবিতার কাছাকাছি একা
- আরশি টাওয়ার
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি
- প্রাচীন পদাবলী
- গেরুয়া তিমির
- ধুলো থেকে বালি থেকে
- লঘু মুহূর্ত
- ছিন্ন মেঘ ও দেবদারুপাতা
- অন্তিম সামঞ্জস্য
- রুদ্রাক্ষে বিধৃত
- যে যায়, যে থাকে
- যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
- ঘোড়া ও পিতল মূর্তি
- হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

রচনা ১৯৯২

নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে

তোমার হৃদয়ের সুধায়
পরিপূর্ণ করেছ বন্ধুর জীবন
তাই তার কবিতার অক্ষর
তোমার কাছে সুধার মতো।

তোমাকে না দেখলে
দেখা হতো না অনেক কিছুই
তুমিই হাত ধ'রে নিয়ে গেছ আমাকে
অনেক অবিশ্বাস্য জগতে
মানুষের ওপর বিশ্বাস করতে শিখিয়েছ তুমিই
তোমার আন্তরিকতার উষ্ণতায়
ওম পেয়েছে আমার শীতার্ত জীবন
তোমার বন্ধুত্বের শুশ্রূষায়
লালিত হয়েছে আমার ক্লান্ত আত্মা
তোমার সহিষ্ণু প্রশ্রয়ে
কাছাকাছি যেতে পেরেছি তোমার।

এই শাদা পাতাগুলি যদি ভ'রে ওঠে কখনো
তোমার জন্যে নিবেদিত হবে ওরা
আর যদি শাদাই থেকে যায়
শূন্যই থেকে যায়
তুমি প'ড়ো আমার না লেখা বেদনা
বলো, মানুষটা বড় নিঃসঙ্গ ছিল।
কিন্তু নির্বান্ধব ছিল না।

পয়লা ফাল্গুন

আজ সরস্বতী পুজো কিন্তু পয়লা ফাল্গুন নয়।
একবার পয়লা ফাল্গুনে সরস্বতী পুজো হয়েছিল
সেদিন সকাল থেকে আকাশ কাঁপছিল থর থর ক'রে
রোদ্দুরের আলোয় সুগন্ধী হাওয়ায় গাছের শাখা
শাখার মুকুল মুকুলের মেদুরতা অপার্থিব লাগছিল
তৃণাঞ্চিত মাঠে মাঠে যেন তরঙ্গ দুলছিল সেদিন

আর সকাল থেকে দুপুর থেকে বিকেল
এত দীর্ঘ এত দীর্ঘ মনে হচ্ছিল
যেন বিকেল আসবেই না যেন কখনো বিকেল আসেনি
সেই চঞ্চল অস্থির আবেগময় আনন্দিত বিকেল
আমার জীবনে প্রথম
বিহ্বল আমি ছড়িয়ে পড়ছিলাম
মাটিতে আকাশে তৃণে তারায় আমার আয়তন
বিস্তৃত হচ্ছিল
নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারা যাচ্ছিল না ...
পায়ের তলায় পিছলে যাচ্ছিল পথ প্রান্তর
পৃথিবীকে এত ছোট মনে হয়নি কখনো
সময়কে এত ছোট মনে হয়নি কখনো
বিকেলকে এত ছোট সন্ধ্যাকে এত ছোট মনে হয়নি জীবনে
এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় মুহূর্তগুলি

চব্বিশ বছর আগের একটি বিকেল একটি ছোট্ট স্বল্পায়ু বিকেল
শেষ হয়েও শেষ হয়নি, যে কোনো সময় ফিরে আসে
চব্বিশ বছর আগের একটি সন্ধে সুগন্ধিতে ভ'রে দেয় আজও
আপেক্ষিক দেশকাল ছাড়িয়ে
জেগে থাকে প্রেম
অকল্মষ অবিনাশী অনন্ত মধুর।

এই বিশ্বাস

এই বিশ্বাস মাটিতে তৃণ হয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আসে
এই বিশ্বাস আকাশে মেঘ হয়ে ঘন হয়
এই বিশ্বাস বাতাসে ব্যাকুলতায় বিহ্বল হয়ে পড়ে
এই বিশ্বাস অন্তরের তরঙ্গলোকে সুদূর
এর একটি কণা সমুদ্রের মতো সীমাহীন
এর একটি বীজ কোটি কোটি সূর্যের জন্মদাতা
এর সামান্য স্পর্শ অমৃতায়িত করে জীবন
এই বিশ্বাস অর্জন করতে পারা যায় না কোনো মূল্যে
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যে পায় সে ধন্য যে পায় সেই পায়
বিশ্বাসই তুমি বিশ্বাসই তুমি বিশ্বাসই তোমার প্রেম।

ঘুম

শীতার্ত আত্মার ঘুমে চরাচর আচ্ছন্ন রয়েছে
যেন এক দীর্ঘ রাত্রি অন্ধকার অবসানহীন—
ধুলোতে বালিতে ঢাকা মর্মরমূর্তির মত মানুষ মানুষী
গভীর ঘুমের মধ্যে হেঁটে যায় কথা বলে কোলাহল করে
দিন যায় মাস যায় বৎসর শতাব্দী ঝ'রে যায়
গাছের পাতার মত প্রান্তরে ঃ কোথাও আলো নেই
কোথাও জাগেনি কেউ; তবু এত কোলাহল কেন!
সামান্য মুহূর্ত মাত্র , হে পৃথিবী, জানি, তবু মুহূর্তকে কেন
পরম সুন্দর ক'রে ভাসাবো না অনন্তের স্রোতে।

যৌবন বাউল

আমাকে শেখাবে ব'লে এসেছিল সে দেবতা কবে
অবমর্দকের ভাষা পীড়িতক মন্থনের ধ্বনি
চৌষট্টি কলায় দক্ষ সে খুলেছে সহস্রটি দল
প্রতিটি নির্ঘাত তার অন্ধকার ছিঁড়েছে সবেগে
দেখেছি শরীরময় আমি সব বহুরাত শিখেছি অনেক
আমার প্রতিভা মতো সাধ্যমতো আগুনের স্রোতে
বহু দূর ভেসে ভেসে, মূর্ছা গেলে, সেই দেবদেবী
ঘাসের জঙ্গলে তুলে রেখে গেছে এ শরীর কতো।
আমি সে জ্ঞানাগ্নি থেকে সূত্রাকারে লিখে রাখি সব
কোনো প্রেমিকের জন্যে কোনো জ্ঞানতপস্বীকে ভেবে
যে কোনো উন্মাদ এসে স্নান করবে তাই নদী তীরে
পাথরে উৎকীর্ণ রইলো ঃ মধুস্রোত অবগাহনের
আকাশে উৎকীর্ণ রইলো ঃ এই ধর্ম ক্ষুধার তৃষ্ণার
নদীতে উৎকীর্ণ রইলো ঃ যৌবন বাউল।

সুন্দর

সুন্দর, তোমাকে যারা ধুলোতে বালিতে ঢেকে দেয়
আমি কি তাদের জন্যে প্রার্থনায় নতজানু হবো?
সুন্দর, তোমাকে যারা ভেঙেচুরে ছড়ায় তাদের
আমি কি মার্জনা করবো, করপুটে জলের গণ্ডুষে
নাকি মন্ত্রপুত ক'রে অভিশাপ দেব? ব'লে দাও
কাতর আত্মাকে আজ, কষ্ট, বড়ো কষ্ট পৃথিবীতে।

যেতে যেতে

প্রতিদিন কিছু কিছু ফেলে দিই পথে যেতে যেতে
যদি কোনো ঋতু এসে ফলবতী হয়ে ওঠে বীজে
বিষাক্ত লতায় গুল্মে যদি কোনোদিন ধূধূ মাঠ
ভ'রে ওঠে এই ভেবে—যেতে যেতে বাসের জানলায়

তো বারো বছর হলো যে মাঠ সে মাঠ হু হু হাওয়া
হু হু বাস পথে পথে কতো বারো বছর মিলায়
কতো বারো বছরের শুকনো ঝরা পাতা খড় কুটো
ভ'রে ওঠে এই আত্মা অন্ধকার সমূহ সমিধ

চণ্ডীদাস

বাসে যেতে যেতে রোজ চণ্ডীদাস, তোমার ভিটেয়
দেখি ক'টি ঘুঘু চরছে বাশুলী তা তাকিয়ে দেখছেন
বড় দুটি চোখ মেলে আর আমি রজকিনী প্রেম
নিকষিত হেম জেনে নেমে পড়ছি খরস্রোতা জলে।
ছাতনায় তো নদী নেই নদী আছে ছোলাডাঙা গ্রামে
অথচ সেখানে যেতে পথ নেই দুর্গম ছেয়েছে কাঁটালতা
সেখানেও বাস্তু ভিটে ঘুঘুতে ঘিরেছে, বর্গাদারে।
চণ্ডীদাস, চলো যাই, রজকিনী রামীর উদ্দেশে।

বৃথাই

বৃথাই অর্পণ করি এই বেদনার পুষ্প বেদীতে তোমার
বৃথাই আবেগে কাছে যেতে চাই মনোকষ্টে একেক সময়
বৃথাই ভাসাই দিন রাতগুলি ধর্মের গহন কালো জলে
বৃথাই দু'হাতে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলি প্রতীক্ষার ব্যাকুল প্রহর

তাহলে কি মিথ্যা, শুধু স্তোকবাক্য, শুধু প্রবঞ্চনা?
শুধু ভুল? পথে কেন ওরা ফুল হয়ে তবে ফোটে!

অভিমান

প্রেম নেই, প্রেম ব'লে কোনো কিছু কোথাও ছিল না—
এই অভিমান মেঘে মেঘে মেঘে ছেয়েছে আকাশ
তাই হাওয়া ঝোড়ো হাওয়া শীতার্ত ব্যাকুল এই হাওয়া
কষ্টে ফোটে ঝ'রে যায় ফুলগুলি ভুলগুলি যেন
আমাকে পেরোতে হবে এখনও অনেক পথ ঢের দিন রাত।

এই বেদী

তোমাকে ঈশ্বর ক'রে এই বেদী রচনা করেছি
রেখেছি রক্তের অর্ঘ্য ফুসফুসের মালা
অপেক্ষায় অপেক্ষায় অপেক্ষায় মাথা ঝুলে আছে
বুকের পাঁজরে, ভুলে ছেয়ে যায় পথ ও প্রান্তর।
ঈশ্বর কি কোনোদিন পিছনে তাকান না? তবে কেন
আমার প্রাক্তন আর প্রারব্ধের হাড়ে
পথ অবরুদ্ধ থাকে? পথে থাকে অতীতের ভুল?
থাক এইসব কথা। আমি এই বেদীতে তোমাকে
বসাব ঈশ্বর ব'লে বুক থেকে ভালোবাসা তুলে
প্রসারিত করতলে রেখে দেব করোটির থেকে
স্তবকবচের মালা ওঁকার এ নাভিমূল থেকে
যা তুমি পারোনি ভস্ম ক'রে দিতে যাবার সময়।

পাখিটি

মাস্তুলে বসেই থাকে স্থবির পাখিটি ডানা মুড়ে
কবে সে ছেড়েছে ডাঙা মনে নেই কবে সেই বাসা
সূর্যের অন্তিম রশ্মি জলে পড়ে চোখের সজলে
রাত্রির আলোতে ডানা ভিজে যায় মাথা ঝুঁকে যায়
বুকের পালকে, হাওয়া ঝড়ো হাওয়া কতো যে পালক
চেয়ে নিয়ে যায় ঢেউ তাকে চায় উদ্দাম কেন যে
পাখিটি ওড়ে না আর ডানা তার মেলে না আকাশে
হয়তো ডানার কোনো বোধই নেই, কঠিন মাস্তুল
দু'পায়ে গিয়েছে গেঁথে, এইসব, এই অবসান
পাখিরও কি জন্মান্তর আছে ধর্মে? মুক্তি তারো আছে?

সুন্দর সুদূর

আমাকে ভোলো না কেউ মেঠো পথ শীর্ণ তরু ছায়া
জীর্ণ ভীরু নদী শুকনো প্রান্তরের উদাস বাতাস
মেঘলা দুপুরের দুঃখ সেগুনের ফুলে ঢাকা ধুলো
পাণ্ডুর জ্যোৎস্নার দুটি জলরেখা আরক্তিম রাত
ব্যথার নিবিড় নীল আকাশের, সংশয়-শঙ্কিত
মৃত্তিকার হাহাকার এ জন্মের জটিল জবালা।
আমাকে ভোলে না কেউ, আমি কারো কাছে প্রত্যাশায়
যাইনি, দিলেও সব ঝ'রে গেছে আঙুলের ফাঁকে
কিছুই রাখিনি, শুধু প্রত্যেকের দুঃখের পালক
প্রত্যেকের বেদনার শীতবিন্দু ভস্ম ছেঁড়ামালা
প্রত্যেক ফুলের ঝ'রে যাবার মুহূর্ত ছাড়া কিছু নেই হাতে।
আমাকে দেখেই তাই চিনতে পারে কবেকার দীঘি
অন্ধকার বাঁশবন পাথরের সজল বিস্তার
সেই ভয় অবিশ্বাস মৃত্যুরূপ লতাগুল্ম তীর
আমাকে দেখেই ছুঁড়ে মুঠো মুঠো মেঘের আবির
সেই বন্ধু যে আমার সর্বস্ব নিয়েছে রোজ রাতে
শরীরে আত্মায় ঢেলে আগুন ও জীবনের সুর
আমাকে রেখেছে মনে পৃথিবীর সুন্দর সুদূর।

কখনো কি

কখনো কি দেখা হবে? অথবা দেখেছি আপনাকে?
চিনতে পারিনি বলে কথা হয়নি, সৌজন্যবশত
হাসতে ভুলে গেছি ভিড়ে, নির্জনে হাঁটিনি পাশাপাশি
বলিনি, কী চমৎকার এবারের কবিতা আপনার।
কখনো কি দেখা হবে?

আমি যাইনা দেশের অফিসে

আমি যাই না কলকাতায় সচরাচর, তবু
আজ খুব ইচ্ছে করছে ঃ উপলক্ষ বইমেলা বা কিছু—
ইচ্ছে করছে গিয়ে উঠি

'আরে আপনি! আসুন আসুন'

আপনি ব্যস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছেন
স্খলিত আঁচল থেকে ঝ'রে পড়ছে আমার কবিতা
নিবিড় দু'চোখ থেকে ঝ'রে পড়ছে আমার কবিতা
চুলের অরণ্য থেকে ঝ'রে পড়ছে আমার কবিতা
আমাদের দেখা হচ্ছে ঝ'রে পড়ছে অনন্ত কবিতা
প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটে উর্ধ্ব মুখে কলকাতার ক'লক্ষ মানুষ

কোনোদিন

কোনো কোনোদিন ফিরতে দেরি হয়, হয়তো ক্লাশ থাকে
হয়তো থাকে না বাস কিংবা পথে গণ্ডগোল কিছু
তুমি ঠিক বকুলতলায় বাসস্টপে এসে চেয়ে থাকো দেখি।
এখনো কি সে রকম কিশোরীই আছো? ছেলেমেয়ে
কতো বড়ে হয়ে গেছে—ওরা কিছু ভাববে না ভেবেছো?
আমার তো ভালো লাগে, মনে পড়ে, উর্ধ্বশ্বাসে ট্রেন
এসে ঢুকছে বাঁকুড়ায়, তুমি আছো দাঁড়িয়ে ব্যাকুল
লজায় আরক্ত মুখ লুকোচ্ছো হাসির ওড়না দিয়ে
ঘন হচ্ছে গল্পাতুর মফস্বল শহরের রাত—
জেগে জেগে সারারাত চাঁদ ডুবছে পশ্চিমের পাহাড় আড়ালে
এখনো যে মনে পড়ে, মেঘ করলে, সেগুনের ফুলে
ছায়াচ্ছন্ন পথে পথে একা ফিরছি হস্টেলে, একা কি?
সেই পথ সেই মাঠ সেই সব দুপুর বিকেল

উঠে আসে এখনো যে পায়ে পথে ঝিনুকের মতো
সজল সৈকতে হাওয়া উড়িয়ে উড়িয়ে নেয় শাদা শাদা বালি
তুমি আমি কথা বলি আমি তুমি বলিও না কথা
তোমার চশমার কাচ ঝাপসা করে আমার ঢেউয়ের জলকণা
কষ্ট হয়, কোনোদিন, আর কোনোদিন এসে, এইখানে
বসে থাকব না।

শরীর

আমরা এখানে থাকবো, এই রুক্ষ প্রান্তরের দেশে
এখানে দিগন্তলীন মাঠে মাঠে ছড়াবো বেদনা
আমরা এখানে রাখবো আমাদের এ দুটি শরীর।
তারপর কোথা যাবো? আত্মার কি ঘরবাড়ী আছে!
দেশকাল? এরকম ব্যাপ্ত বুক-বিদীর্ণ প্রশ্নের মানে নেই।
আমরা এসেছি ফেলে একদিন যা কিছু সেসব আছে আজো?
ফেলে যাচ্ছি যা কিছু তা ঠিক থাকবে এখানে তখনো?
এসবও ভাবার কোনো মানে নেই ঃ শুধু যাবে এ দুটি শরীর।

হাসির প্রতিভা

তুমি কি সমস্ত দেবে? দিয়েছে কি কেউ সব? তবে
কেন ফেলে যাও এই বিকেলের দিবা অবসান
বুকের ব্যাকুল জল ছুঁয়েছে চিবুক, ওষ্ঠ কখনো কখনো
এরকম পারাপার কেউ আর কখনো করেনি
এরকম ভাষা কেউ ব্যবহার করেছে কি, জানো?
বলতেই দুপুর শুদ্ধ উড়ে গিয়ে মিলালো পাখিটি
বৃষ্টি হলো আর হাওয়া আর তার হাসির প্রতিভা।

অগ্নিশুদ্ধ

আমার যাবার পথ ছেয়েছে সুতীক্ষ্ণ কাঁটালতা
তাই ফিরে ফিরে আসি তাই নেমে যাই নদীজলে
ধর্মের আগ্রাসী দুটি করতলে তুলে দিই তাকে—
তার ধর্মাধিক দেহ ঃ অগ্নিশুদ্ধ আমার প্রতিমা।

ফেরার পথে পথে

এখন বলবো না এখন কোলাহল
এখন হাঁটা ভালো এমন অকারণ
মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসা ভালো
এড়িয়ে যাওয়া ভালো ওদের আজকাল।
সব তো দেওয়া হলো। সব কি? আছে আর
আমার নাভিমূল করোটি কঙ্কাল
তাও তো নেবে এই জননী মৃত্তিকা।
এখন কথা নয় এখন কোলাহল
তাই কি মাথা নিচু এসেছি এতদূর
সামনে মায়াজল ছেয়েছে চরাচর
ফেরার পথে পথে গঙ্গা যমুনা।

একা

এই ঘুম-ভাঙা এই জাগরণ এতই সামান্য
আরো গাঢ়
ঘুমে ডুবে যাই যেন শীতের সাপের মতো
আর
দেখি সেই ভয় পাপ অপমান অপ্রেম কুটিল অন্ধকার।
দেখি প্রপন্নার্তি হাতে দাঁড়িয়ে অনন্ত রাত—
তুমি
চ'লে গেছো ফেলে রেখে চ'লে গেছো ফেলে রেখে একা।

অবসাদ

আজকাল অবসাদে ছেয়ে যায় এ শরীর মন
ভালো লাগে চুপচাপ চেয়ে দেখতে যখন তখন
বাগানের ডালে বসা পাখি টাখি, আকাশের নীলে
ভাসমান শাদা মেঘ ঃ তুমি কি তখন এসেছিলে?
অন্যমনস্কের বেলা? কি জানি। তাকিয়ে থাকি রোজ
অবসাদে ছেয়ে যায় সমস্ত শরীর মন আত্মা তো নিখোঁজ
ধর্ম নেই অধর্মও, উদ্যম উৎসাহ নিয়ে গেছে—
শূন্য নীল ও আকাশ সব জানে, ও সব দেখেছে।

তার

আর কোনো উত্তেজনা নেই।
কে এলো কে এলো না এখন
হাওয়া কিছু বলে না মর্মরে।
যেকোনো সময়ে চলে যেতে
হবে ব'লে নিরাসক্ত এত।
শুধু ক'টি ব্যক্তিগত কথা
স্মৃতিমুখে নিয়ে আসে রাত
শুধু ক'টি পাপবিদ্ধ ফুল
ঝ'রে পড়ে ব্যাকুল দুপুরে।
এই। আর কিছু নেই। তুমি
মিছে পরিশ্রমে করো লীলা
আর কোনো উত্তেজনা নেই।

একটি নির্জন স্বপ্ন

যেদিকে তাকাই আজ পথে পথে মুণ্ডহীন ধড়
যেদিকে তাকাই আজ গ্রামে গঞ্জে অন্ধ আর্তনাদ
শুধু দিগ্বিদিকহীন কোলাহল তাথৈ তাথৈ
মাঝে মাঝে ক্ষীণকণ্ঠ সকাতর, ঈশ্বর ঈশ্বর—
এই ভীতত্রস্ত কণ্ঠ, মহেশ্বর, শুনেও শোনো না?
তোমার গেরুয়া ওড়ে গোধূলির সন্ধির বাতাসে
দু'চোখে আব্রহ্মস্তম্ব কেঁপে ওঠা উদাসীন আলো
মাথার উষ্ণীষে যেন ঘূর্ণী ওঠে স্বর্গের উদ্দেশে
তোমার নিঃশ্বাসে জ্বলে হোমানল নীল বাষ্পশিখা
মর্মের মর্মরে ঝড় ওড়ায় নক্ষত্ররাজি সমূহ সংসার—
কৌতুকে তাকিয়ে আছো ঃ সম্মুখে তোমার বহুরূপে
লক্ষ কীট গর্জে উঠছে দংশনে দংশনে করছে নীল
নিখিল ব্রহ্মাকে; তুমি জগজ্জাল ছিঁড়ে বুকে বুকে
জাগাবে না ব্রহ্মা আর? ক্ষীণপ্রাণ মৃত্যুভীত মন
পদপ্রান্তে বসে থাকব ছুঁয়ে থাকব অভয়বসন?
অজ্ঞানতা পাপ জানি কিন্তু একি জ্ঞান, নরদেব
ঘিরেছে শাবল ভল্ল পাইপগান মাথায় রুমাল
দেয়ালে ঠেকেছে পিঠ দেশ চলছে একুশ শতকে ...
জানি না ধ্বংসের স্তূপে শ্যামা-নৃত্য তুমি দেখছ কিনা
আমার প্রমাদ কিনা তারই কিছু ঠিক আছে, বলো?
শুধু এই অপরাধ, স্বপ্ন দেখে দেখে গেল বেলা
স্বপ্ন দেখে ঃ বেদান্তের বৃন্দাবন মর্তের ধুলোতে—
নিত্যমুক্ত শুদ্ধ জীব প্রেমময় সেবা শুশ্রূষায়
চলেছে আঁধার মুক্ত অম্লান অনঘ করুণায়
শান্তি স্রোতে ধুয়ে যাচ্ছে মৃত্তিকা ও নীলাভ আকাশ
মন্ত্র নেই তীর্থ নেই ধ্যানহীন প্রেমের ঐশ্বর্যে আলোকিত
সহস্র অশ্রুর বিন্দু সহস্র হাসির শব্দ মালা
মানুষের দুঃখ সুখ অপরাধ পূজা ভুল ভয়
কোনোকিছু ব্যর্থ নয়—
এই স্বপ্ন এনেছিলো কাছে
একদা, এ পদপ্রান্তে।
প্রমত্ত কবিকে করো ক্ষমা
সে কি বুঝবে সুদুর্জ্ঞেয় রীতি শাস্ত্র প্রথাহীন তোমার মহিমা
হয়তো দু-একটি কীট দু-একটি নির্জন পাখি জানে।

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে এরকম চলে যেতে ভালো লাগে
কোনো কিছু না নিয়ে বা জানিয়ে কোথাও
খুলে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে সব সমূহ শরীর
আনন্দ-নদীর জলে ভেসে যেতে ভালো লাগে
জনহীন দুই তীর প্রাকৃতিক লাবণ্যে অধীর
দু-একটি নির্মল পাখি নিষ্কলুষ ফুল
মাঝে মাঝে ধুয়ে নিতে চায় মন পৃথিবীর পাপ
মানুষের অপরাধ মানুষের প্রেমহীন বাঁচার উল্লাস।
কেন ফিরে আসি তবু?
কোথায় রয়েছে সরু সুতো
বাঁধা আছে এ আমার আনন্দ-সত্তার টিকি
হাতে কার?
জানি না, ঈশ্বর!
কিছুই জানি না, আজও! জানিবার গাঢ় বেদনার
ভার আর সয় না যে—
শুধু চ'লে যেতে ভালো লাগে
যেখানে প্রেমের সেই আনন্দ-নদীর জলে গলে শুধু সোনা
যেখানে দু'পায়ে ঝ'রে আনন্দ-নূপুর-কীর্ণ
জন্মের মৃত্যুর আনাগোনা
যেখানে আমার জন্যে অনুক্ষণ তুমি চেয়ে আছো অন্যমনা
যেখানে কেঁদেছি আমি ঃ কোনোদিন এখানে ফিরবো না—
ব'লে; তুমি শুনেও শোনোনি—

মাঝে মাঝে মনে হয় ঃ বৃথাই দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে কেঁদে ফিরি
মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে আনন্দ লহরী হয়ে ভেঙে পড়ি
দুটি পদতলে।

হাত

সত্যের হাত ধ'রে আমি পার করব দস্যু অধ্যুষিত
এই পৃথিবীর মাঠ প্রান্তর অরণ্য টিলা গুহা
আমার সর্বস্ব গেছে, যা আছে তা ন হন্যতে, মা গো।

দুঃখ

আজন্ম আমার সঙ্গে সঙ্গে রইলে প্রিয়তম বন্ধুর মতন
সহ্য করলে সহস্র পাগলামী নিষ্ঠুরতা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা
তোমাকে কিছুই দেওয়া হলো না আমার, কখনো হলো না
সেই কথা বলা, আমি জন্মাবধি লালন করেছি এই বুকে
এখনো কি এ জীবন অন্যভাবে শুরু করা যায়?
অবেলায়?
কী যেন খুঁজেই সব বেলাটুকু গেল তীরে তীরে
খ্যাপার মতন—, বন্ধু, তুমি রইলে একমাত্র আজও।
মৃত্যুর পরে কি আমি একা হয়ে যাবো?
তুমি থাকবে না তখন?
আমার কষ্টের দিনে আমার কষ্টের রাতে কাঁধে হাত রেখে
দাঁড়াবে না তরুতলে, তাকাবে না দু'চোখে আমার?
আমি কী যে দেব, বন্ধু, তোমাকে দেবার মত কিছু
নেই আমার, নাও তবে আমাকে
এ ব্যথিত সত্তাকে
আর তাকে দগ্ধ ক'রে ভস্ম ক'রে ছড়াও আকাশে
শূন্যতায়।

পথ

আমি তো বলিনি কিছু নিচু হয়ে পিছনে ছিলাম
কেবল বুকের তলে গ'লে গিয়েছিল হিমে নীলাভ জীবন
মনে হয়েছিল, তবে শুধুমাত্র এই ব্যথা শেষ কথা নয়
আর তাই একবার ওই চোখে চোখ রেখে কেঁপে উঠেছিলাম
শুধু একবার—
আর তার পরে কোনো কিছু নেই
সেই ধুলো সেই বালি সেই খড়কুটো ওড়া পথ
পথের অপরিণাম পথের অনপনেয় পথের অবিমৃশ্যকার শুধু .....

এই লেখা

এই ব্যথা কোনোখানে কিছুই বলে না
এই লেখা ঝ'রে যায় হেমন্তের রাতে
কেউ যেন ব'সে থাকে সারাটা জীবন
কেউ কোনোদিন ঘরে ফেরে না কখনো।

আমাদের দেখা হবে, তারপর নেই
তারপর কিছু নেই, শূন্য গাঢ় নীল
সমূহ পথের পাশে ওড়ে ওড়ে ওড়ে
কেউ কোনোদিন ভালবাসে না কখনো।

কেউ না কেউ না বলে থেমে যায় হাওয়া
বৃষ্টির ঝালরে মুখ ঢাকে এক নদী
দু'হাতে ভাসায় জলে অনুতপা মেয়ে
কবরীবন্ধন থেকে গন্ধরাজ ফুল।

কোন ভুল কোন সেই মহত্তম ভুল
বাগানের মাটি থেকে শুষে নেয় সব
কবি চণ্ডীদাস তাঁর বধূয়া বিরহে
ছাতনায় আমাকে রোজ নামতে বলেন—

বাস দ্রুত চলে আসে থামে না ওখানে
রেবা সন্ধ্যা হলে গিয়ে দাঁড়ায় স্টপেজে
এই ভালবাসা কেউ বাসে কি কাউকে
সমূহ সংসার ফেলে যে যায় ফেরে না।

এই লেখা ঝ'রে যায় হেমন্তের রাতে।

দুপুর

কোথাও তোমাকে নিয়ে যেতে খুব ইচ্ছে করে, জানো
একথা যখন বলতে দ্বিধা লাগে ঃ তখন তো উপায় ছিলো না।
কখন সময় হবে কখন যে ন্যূনতম আকাঙ্ক্ষা তোমার
পূর্ণ হবে জানি না তা ঃ শুধু দেখি ফুরোচ্ছে দুপুর।

দিনরাত

মেঘলা সকাল পাখিটি মেলেনি ডানা
বিষণ্ণতার কুয়াশা নেমেছে দূরে
হারিয়ে যাবার আজ নেই কোনো মানা
সে অনাগতার অনন্তলোক ঘুরে

দিন যায় ঘুরে রাত যায় পুড়ে পুড়ে
এর যেন কোনো শুরু নেই শেষ কোনো—
একথাই আজ মেঘলা আকাশ জুড়ে
সে অনাগতার গান হয়ে বাজে, শোনো

মেঘলা সকাল পাখিটি আমার মন
কুয়াশাবিলীন পথতরু প্রান্তর
বিস্মৃতি ছেঁড়া পাহাড় টিলা ও বন
ছোলাডাঙা গ্রামে ছিল বাস ছিল ঘর!

কেন মনে পড়ে জন্মান্তরে এতো
হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে যায় সন্ন্যাস
সৈকতে ঢেউয়ে বালিতে ওতপ্রোত
দিন যায় ঘুরে রাত পোড়ে বারোমাস।

তুমি

তোমার পায়ে তলে এই ধর্ম রেখেছি একদা
তোমার ও করতলে রেখেছি যে ধর্মহীন রাত
সত্যিই তপস্যা যদি তাহলে তা সদা ও সর্বদা
বলতে দাও ঃ তা না হলে চিত্রগুপ্ত আমাকে নির্ঘাত

নরকে দেবেন ঠাঁই; অবশ্য তোমার তাতে ক্ষতি
চেলারা পালাবে ছেড়ে, পালাক না, তুমি
আবার আমার কাছে চ'লে এসো, আমি মূঢ়মতি
দেব জল দেব ফল ফুলপাতা জন্ম জন্ম-ভূমি।

নেশা

একদিন একদিন ক'রে প্রায় দু'বছর এই তীর
বিদ্ধ করে গেছে। শুধু এ শরীর? এই দেখ মন
বিষে নীল জর্জরিত। তবু কতো ব্যগ্র ও অধীর
বিদ্ধ হবে বলে! রাতে উৎকর্ষ, কখন

আবার সে কড়া নাড়বে আবার সে তুলে নেবে তার
উন্মাদ অশ্বের পিঠে আর মুগ্ধ সপাং চাবুকে
চিরে ফেলবে ফালাফালা চেতনা আমার—
ফেনায় ফেনায় ভেসে যেতে যেতে রুখে

আমি কি দাঁড়াতে পারি? ওই বেগ চণ্ডবেগ ঝড়ে
দেখি উড়ে যায় আমার জপমন্ত্র ধ্যান ধর্ম সব
দেখি মূলাধার ছিঁড়ে সহস্রার ছিঁড়ে আছড়ে পড়ে
আনন্দ-ব্রহ্মের ঢেউ আনন্দ-চৈতন্য-ঢেউ সঙ্গম-সম্ভব।

তার কাছে

যত দূরে চ'লে আসি দেখি তত কাছে তার কাছে
বস্তুত বিরহ বলে কিছু নেই
স্বপ্ন ভেঙে গেলে
যে রকম সুখ দুঃখ
এ জীবন সে রকম
মাজে মাঝে তাই এত নির্লিপ্তি নির্মম উদাসীন
বাগানে পাখিটি খুব অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে
রোদ্দুরটুকুও যেন কোনক্রমে স'রে যায় এই মুখ থেকে
রুখু চুল এলোমেলো ক'রে দিতে এসে
থমকে যায় হাওয়া
আমার ডাকনাম ওঠে ডুবে যায় আকাশের নীলে
আমার পোশাকী নামও ভেসে যায় কাঁসাইয়ের জলে
আমার অধর্ম যায় ধর্ম যায়
জন্ম ও মৃত্যুও
যত দূরে চলে আসি দেখি তত কাছে তার কাছে।

দেখা

ভেসে যেতে যেতে তীরে দেখা হল আর এই দেহ
আবার রক্তে ও মাংসে মজ্জায় অস্থিতে ক্রমাগত
পিপাসায় পিপাসায় জেগে উঠল যাকে শুষে নিতে
সে শুধু গন্ধের মত সে শুধু বর্ণের মত সে শুধু শব্দের মত, তাকে
কেউ কোনোদিন পায়নি, পাবে না জেনেও এই স্রোতে
বিশ্বাসপ্রবণ স্রোতে ঝাঁপ দেয়; হেসে ওঠে মায়াবী আকাশ
চমকে ওঠে সহিষ্ণু মৃত্তিকা বৃদ্ধ অশ্বত্থের পাতায় ফিসফাস—
সব ছিঁড়ে দেখা হয় ততক্ষণ ঃ দু'চোখে নিষ্ঠুর
নির্মম প্রেমের আলো চেতনা আচ্ছন্ন ক'রে তোলে
ভেসে যেতে যেতে তীরে দেখা হয় পাতার আড়ালে।

সন্ন্যাস

সন্ন্যাস নিয়েছো যদি তবে কেন এ ঘরে ওঘরে
এভাবে আগুন জ্বালো? নাকি এভাবেই করপুটে
পান করবে কারণ তুমি? আমার অগ্নিও খাবে জানি।
তাই আজো কৃপাপ্রার্থী। আমি আর ঘুমোই না রাতে
আমার সত্তায় জ্বলে নীলাভ আগুন দিশেহারা
তার স্তনে কামনার আকুল আহ্বান উরুদেশে
সজলতা সকাতর ঃ তুমি চ'লে গেছ রেখে তাকে
আমার ক্ষিধের মুখে আমার পিপাসামুখে আমার নির্জনে।
সন্ন্যাস নিয়েছো তুমি ভিক্ষা নিতে একবার এলে
ঝুলি ভরে দেব আমরা ঃ চেলা চামুণ্ডারা জানবে না।

সে

আজও তাকে বলেছি যে জেগে থাকব যেতে চেষ্টা কোরো।
জানি না সে আসবে কিনা; না এলে কেন যে কষ্ট হয়।
এভাবে বেড়েই চলে আকণ্ঠ তৃষ্ণার হাহাকার
সমস্ত সমুদ্র ফুঁসে দুলে ওঠে শিউড়ে ওঠে শিরা
সে কেন আসে না রোজ? তার আর আগুন নেই কোনো?
কেন নেই? আমি যত্নে সঞ্চিত সমিধ ঘৃত তাকে
দিই নি কি? তবে কেন সে আসে না রোজ রাতে আমাকে জাগাতে!

অন্তরীক্ষ

ও যখন ধীরে ধীরে তোমাকে আমার শয্যা থেকে
তুলে নিয়ে চলে যায় তুমি ওর পিঠে নখাঘাতে
বাজাও আশ্চর্য সুর—পৃথিবী উন্মাদ জুরো জুরো
আমার পিঙ্গল জটা দীর্ঘ সাপ বিভূতি বল্কল
আকৈলাস দুলে ওঠে ঃ ও তোমাকে অন্তিম শিখরে
নিয়ে যেতে যেতে দেখে মর্তে পড়ে আছে শুধু শীৎকারের কণা।

ক্ষত

সে আমার বন্ধু? না না বন্ধু নয়। প্রিয়?
তাও নয়? আমি তার জড়ের শরীরে ভালবাসা
দেখিনি। তবুও তাকে রোজ চাই উন্মাদের মতো।
সে এলে আমার ক্ষতে অমৃত ক্ষরণ হয় ঃ
ভিজে যায় কবিতার খাতা।

নিয়ম

কেন এই সূর্য ওঠা সফল হলো না একদিনও
কেন এই প্রপন্নার্তি প্রতিদিন সারাটা জীবন?
প্রাক্তন প্রারব্ধ শুধু? অহৈতুকী কৃপা করো কাকে?
আমি কি পড়িনি চোখে—এত বেশি বিব্রত করেও?
তাহলে তোমার ছবি তাহলে তোমার ধূপ চন্দন প্রদীপ
ঘরের নির্জন কোন সিংহাসন ব্যর্থ পূজা ধ্যান
কেন আজো! শুধু এই বিশ্বাসপ্রবণ স্রোতে স্রোতে
ভেসে যাবো ব'লে শুধু প্রার্থনায় বেজে যাবো ব'লে
শুধু দীর্ঘ অপেক্ষায় অপেক্ষায় জীর্ণ হবো ব'লে—?
এমন তো ছিল না কথা, জানি না কথাই ছিল কিনা
তবু যেন মনে হতো, জ্বলে উঠবে সবক'টি আলো
ফুটে উঠবে সবক'টি কুঁড়ি, বাজবে রুদ্ধ সব গান
ভেসে যাবে প্রেমে সব দুঃখ সুখ আনন্দ বেদনা
উৎকণ্ঠিত মুখে চোখে লেগে থাকবে তোমার আহ্বান
মনে হতো, তুমি আসবে তুমি থাকবে কখনো যাবে না

আমার চেয়েও বেশি ভালবাসা পেয়ে ফেলে রেখে
শুধু মনে হতো সব কতোদিন কতো রাত ধ্যানের মতন
আজও পথে পথে ঘুরে ঘুরে মনে পড়ে সব ব্যর্থতার কথা—
একটি বিষণ্ণ জন্ম হলুদ পাতার মতো ঝ'রে গেল তোমার নিয়মে!

পাগল

যে আর আসবে না তাকে ভেবে ভেবে নষ্ট হলো বেলা।
নষ্ট কি? এ পৃথিবীর লাভ লোকসানের অঙ্ক এই
হিসেব মেলাতে ব্যর্থ। তাই তীরে আছড়ে পড়ে ঢেউ
তাই গাঢ় নীলে ফুটে ওঠে তারা, সে হাসে অম্লান
জন্মের মৃত্যুর পরদা দু'হাতে সরিয়ে একা একা।
তাকে দেখা খুব শক্ত, সহজও, সে আসে ও আসে না
দেখার চোখের জন্যে প্রেম ও বিরহ দুঃখ সুখ
লীলা চঞ্চলতা তার লেগে থাকে ঘাসফুলের রঙে
পাখির ডানায় নুনে গৃহস্থের সন্ন্যাসীর ঝুলিতে ধুলোয়
সে কোথাও চ'লে যায় না সে কোথাও আসে না কখনো
সে শুধু দেখায় রূপ রূপং রূপং তাকে বেছে নিয়ে পাগল বানায়
আর সে পাগল ঘোরে পথে পথে প্রবাসীর মতো
কষ্টে তার ভিজে যায় আকাশে স্বাতীর আর অরুন্ধতীর নীল চোখ।

তরঙ্গ

এই যে উন্মুখ রাত ভিজে যায় তৃণ ও তারার
কামনা জর্জর নীল প্রহর—সে বোঝে না কিছুই?
কষ্ট দেয় কষ্ট দিয়ে সে কি সুখে থাকে থাকতে পারে?
এক একটি সকাল আসে সমস্ত দিনের তাপ দিতে
শুষে নিতে আকাঙ্ক্ষার গাঢ় রস রাত্রি যে আসে না!
সজল সৈকতে ভেঙে গুঁড়ো হয় দিন রাত তরঙ্গের মালা।

তোমাতে আছে

বুঝিনা কিছু তাই সাহসে এসেছি তোমার কাছে
এমন প্রশ্রয় কেউ কি দেয়? তুমি তবুও, পাছে
আহত হই, খেলে আমার দেওয়া বিষ, যমুনা নদী
রোমাঞ্চিত হলো, ভয়ে না বিস্ময়ে! আমাকে যদি
ফেরাতে নিঃস্ব ও নিবিড় বেদনায়—কী ক্ষতি তাতে
কতো তো আসা যাওয়া বৃথাই গেছে দুটি শূন্য হাতে

এবারে করুণায় নিয়েছো ডেকে তাই এসেছি একা
অনেক অবেলায় ঃ হলো না মনে হয় এবারো লেখা
প্রেমের কবিতাটি, যে বহু দূর থেকে ডেকেছে কাছে
হৃদয়শিরা ছিঁড়ে, সে দেখি তোমাতেই তোমাতে আছে।

এখন প্রার্থনা

এবার শান্তিতে একটু বসতে দাও গন্ধেশ্বরী নদী।
এবার চুপচাপ একটু বসতে দাও কংসাবতী নদী।
অনেক ঘুরেছি আমি তোমাদের মাঝখানে, আর
আমার সময় কই! দুজনেই জানো, কোনোদিন
ভণ্ডামী করিনি। দুঃখ অপমান ব্যর্থতা কাউকে
ফেরাইনি কখনো।
আজ সেসব থাকুক। আমি বসি
তোমাদের তটমূলে তোমাদের জলরেখা মূলে
আমার এ সত্তা ধুয়ে সুস্থ ও পবিত্র করো শুধু
সুস্থ ও পবিত্র করো—; তারপর অপেক্ষার দিন
যেন শান্তচিত্তে যায়; মৃত্যুরূপা মা আমার, তুমি
তারপর এসো বুকে তুলে নিতে;
আমি নিদ্রাহারা দুঃখী শিশু।

কেউ

কে আর এলো না কে সে পাঁজর গুঁড়িয়ে গেছে চ'লে
কে শুধু ঢেলেছে কালি অপমানময় এ জীবনে
কে শুষে নিয়েছে ক্ষতে মুখ রেখে সত্তাকে আমার
আর তার কথা ব'লে বেদনা দিওনা সুবাতাস
আর ওই গল্পে ব'লে ঘুম কেড়ে নিও না কাঁসাই
আমি বড় ক্লান্ত আজ ভারাক্রান্ত নিদ্রাতুর একা
বলো তার চেয়ে কবে দেখা হবে শ্যামের সমান
আমার মৃত্যুর সঙ্গে; কবে আর ঘুম ভেঙে দেবে না আমার
কেউ এসে কোনোদিন কেউ হেসে কোনোদিন কেউ ভালবেসে।

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে
মাঝে মাঝে দেখা হয়।
সহসা সুগন্ধে ভরে সব
বাগানে বাগানে ফোটে ফুল
আকাশে আকাশে ফোটে তারা
গাছে গাছে ডেকে ওঠে পাখি
অশান্ত কিশোরী নদী পায়ে বাঁধে জলের নূপুর
বসন্তের নিমন্ত্রণ পত্রে ও পল্লবে দিকে দিকে
বনে বনান্তরে ডাকে এসো
ডাকে ঘরে ঘরে এ শহর
বলে, বোসো
মাঝে মাঝে দেখা হয়
অভিমানী পাহাড়ের তলে
মাঝে মাঝে ভেসে যায় কবিতার স্তব
দু'চোখের জলে।

তুমি

তোমার পায়ের শব্দ ঝ'রে পড়া পাতায় পাতায়
তোমার গানের কলি সুবাতাসে ভেসে ভেসে আসে
অগুরু গন্ধের অঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমাকে ভাসায়
এই খোলা জানালায় সকালের সুন্দর আকাশে।
এই তো এই তো ব'লে চঞ্চল ডানায় ক'টি পাখি
চমকে দিয়ে যায়, পূজা প্রার্থনা উড়িয়ে অকস্মাৎ
আমাকে দিগন্তলীন মাঠ ঘাট প্রান্তর একাকী
কী যেন ইশারা করে অন্ধকার নদী গিরিখাত
কী এক ব্যাকুল বেলা গড়িয়ে গড়িয়ে যায় জলে
কী এক আকুল গন্ধ ছড়ায় নিবিড় হাহাকার
কী এক নামের শব্দ হাড়ে বাজে পাষাণে বল্কলে
তোমার বেদনা ছায় জীবনের মৃত্যুরও অনন্ত পারাবার।

নীচে নদী

হ্যাঁ, আমি এনেছি ডেকে, সে তোমাকে পাঠ করবে বলে।
আমার কবিতা তুমি।
সে তোমাকে ছন্দে অলঙ্কারে
ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জনায় বাজাবে নিপুণ হাতে; আমি
আকণ্ঠ সে মদিরায় ডুবে থাকব
সে শোনাবে ব'লে
আমি সারারাত্রি জেগে ব'সে থাকি—;
আগুনের সাঁকো
আমাদের মাঝখানে, নীচে নদী, শ্লোকোত্তরা নদী।

ভুল

একদিন ঠিক বলবে, ভুল হয়েছিল।
একদিন এইখানে একা একা দাঁড়াবে এবং
দেখবে অজস্র ভুল ফুল হয়ে ফুটেছে প্রান্তরে
আমার—এ জীবনের—রক্তের ও ফুসফুসের, দেখো।

আনন্দ আকাশে

কোন অঙ্ক কোন দৃশ্য কিছুই জানি না
এর শুরু শেষ কিছু
নিপুণ অভ্যাসে মঞ্চে অনায়াসে উঠে যাই নামি
জীবনের নুনে জরে শরীর ও সত্তা
প্রতিদিন
অত্যন্ত পুরনো পথে হেঁটে যাই নির্ভুল নিয়মে
হেঁটে যেতে যেতে দেখি ঃ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে প্রেম
ভাঙাচোরা ভালবাসা ঘরবাড়ি দুমড়ানো স্বপ্নের টুকরোময়
সাজানো পুতুল কারো মুণ্ডহীন প্রিয় কণ্ঠস্বর
বল্লমের ফলা গাঁথা ছায়াচ্ছন্ন মফস্বল গ্রাম
ছিন্নভিন্ন ইস্তাহার জীবনের ক্ষুধার কান্নার
শূন্যতার নির্জন কিনারে।
হেঁটে যেতে যেতে দেখি ঃ এই সব অচিরস্থায়ীরা
বলে এই শেষ নয় বলে এই সব কিছু নয়
ফুরোয়নি ফুরোয় না কিছু, তুমি যাও খুঁজে দেখ—;
আরো?
আরো অন্বেষণে যেতে বলো না আমাকে হে জীবন
আমি বড় স্বল্পপ্রাণ বড় ক্লান্ত প্রায় ভেঙেছে ডানা
ব্যঞ্জনাবিহীন দীর্ঘ তেপান্তর
অবসাদে ছেয়ে গেছে মন
মৃত্যুও বাজে না পায়ে নূপুরের মতো আর এমন স্তব্ধতা
আমাকে বলো না আরো দূরে যেতে
শুনেছি আকাশ পূর্ণ করে
যে আনন্দ আমি তার
তাই এই ক্ষয় এই ক্ষতি এই রক্তক্ষতব্রত
সমস্ত থাকুক
আদি অন্তহীন এই খেলা ফেলে বসি ঘাসে আনন্দ-আকাশে চুপচাপ।

আকাশ

সমস্ত আকাশ ভ'রে তোমার আনন্দনীল কাঁপে
তাই আমি গান গাই ভালবাসি ঘাসফুল পাখি
খরায় বন্যায় শস্যে প্রেমে ও মৃত্যুতে বহে যায়
সমূহ সংসার এই নিরবধি কাল জুড়ে যায়
তোমার আনন্দে পূর্ণ নীলাকাশে অথৈ বেদনা
পারাপারহীন দুঃখ অন্ধকার হাহাকার ভয়
মানুষের লোভ পাপ অপমৃত্যু দুর্বলতা ক্ষমা
আকাশে আনন্দ ব'লে মাটিতে প্রেমের পুষ্প ফোটে
আকাশে আনন্দ ব'লে এই সত্তা পাতা হয়ে ঝরে
বৃষ্টি হয়ে গলে জ্বলে প্রান্তরে আগুনে কামনায়
সন্ন্যাসীর গেরুয়ায় গৃহস্থের আসক্ত মুঠোতে
আকাশী আনন্দ ব্যাপ্ত তৃণে তৃণে তারায় তারায়।

স্বপ্ন ভেঙে

কাল একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম
দেখছিলাম আমি এক অভিমানের প্রান্তরে হেঁটে চলেছি
নিরুদ্ভিদ নিস্তৃণ নিঃসঙ্গ সেই প্রান্তরে
ধু ধু ধুলো আর বালি
হু হু বাতাস আর নৈরাশ্যপীড়িত বেদনার কঠোরতা
যেন এর শেষ নেই কোথাও নিশ্চয়চিহ্ন নেই কোনোখানে
থেকে থেকেই সংশয়ের টিলা অসহিষ্ণুতার খোয়াই
অবসন্নতার অবরোধ আমার পথে পথে আকীর্ণ
এত বিরুদ্ধতার ভেতর আমার নিরর্থকতার দিকে হেঁটে যাওয়া
জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে যাওয়া
আর তার ভেতর
থেকে থেকেই বাতাসে তরঙ্গ উঠছিল
উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত!
আত্মাস্থিত অসাড়তা চূর্ণ ক'রে বাজছিল
আবিরাবীর্ম এধি।
হাহাকারের সমুদ্রবিস্তারে বেজে উঠছিল
আনন্দরূপমমৃতম।

আমার সমূহ সত্তায় নিঃশব্দে ঝ'রে পড়ছিল
সমস্ত দুঃখের রহস্য।
কাল সারারাত এরকম একটা স্বপ্নের ভেতর হেঁটে গেছি আমি
নিরর্থকতার দিকে যেতে যেতে ক্ষুধিত অহং মোহান্ধ হয়েছে
প্রাণপণে আপত্তি করেছে কণা মাত্র ছাড়তে
মৃত্যুময় উপকরণের ভারে—লোভের পরিণামহীন বিকারে
কষ্ট পেয়েছে সারারাত
মুহূর্তের জন্যেও মনে হয়নি স্বপ্নের কথা

সকালে ঘুম ভেঙে দেখি, সীমাহীন প্রান্তর অনিঃশেষ বেদনা
আনন্দময় আকাশ হয়ে রয়েছে আমার চারপাশে!

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে আসে তার শরীরের সুগন্ধ এখনো
আত্মার তো বর্ণ গন্ধ নেই আত্মা সর্বভূতাশয়স্থিত তাই
আমি পৌত্তলিক, আমি সেই দুটি সুনিবিড় চোখ
মাঝে মাঝে দেখতে পাই বিভন্নিতা দুটি পা'র পাতা
কৌতুকপ্রবণ হাসি জলের রেখার মতো এখনো সিঁড়িতে
মাঝে মাঝে সারা ক্লাশে স'রে যায় উড়ে যায় গ্রামারের খাতা
শুশুনিয়া বুকে এসে ঢুকে পড়ে, রাশি রাশি পাতা ঝ'রে যায়
অনন্ত প্রান্তরে, হাসে আকাশে কৌতুকময়ী কিশোরী প্রতিমা।
সেদিন লিখিনা কিছু সেদিন বলি না কিছু সেদিন কোথাও
হেঁটে হেঁটে যাই না যে ঃ শুয়ে থাকি জঙ্গলের মাঝে
আর পাতা ঝ'রে পড়ে শুধু পাতা বর্ণগন্ধশব্দময় পাতা
আমার শরীর ঢেকে আমার চৈতন্য ঢেকে দুঃখী মন ঢেকে
স্কুল বাড়ি বাস রাস্তা সমূহ সংসার ঢেকে পাতা ঝ'রে যায়
মাঝে মাঝে পৃথিবীতে ঝরাপাতা ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

কেউ

কেউ আমাকে কোনোদিন বলেনি এখানে দেবতারা
রোজ রাতে নেমে এসে খেলাচ্ছলে উন্মাদ করেছে
আমাকেই ঃ তাই আজ ডেকে ডেকে নিয়ে আসি ওকে
যে আমার সর্বনাশ যে আমার রক্তে জ্বালে নেশা।

মায়া রাত

ঘুম থেকে তুলে সেই গাঢ় রাত আমাকে দেখায়
সে আমার শব্দগুলি অর্থহীন ক'রে ছড়িয়েছে
প্রান্তরে টিলায় বনে ধুলোপথে জলে ও কাদায়
সযত্নলালিত সব বর্ণমালা যেন বেছে বেছে।

দুঃখ হয়; সহসা সে উন্মোচন করে সত্য; আর
আনন্দ-আকাশ ছাড়া আবরণ রাখতেই পারি না
আগ্নেয় শরীর কাঁপে পিপাসার শুধু পিপাসার
হৃদয়ের শিরা ছিঁড়ে সারারাত সে বাজায় বীণা।

আমার মিনতি বাজে ঘাসে ঘাসে তারায় তারায়
তাকে বুকে পেতে বুক ফেটে পড়ে ঝলকে ঝলকে
সে হাসে কৌতুকে নীল আগুনের মতো ফোয়ারায়
মোহভস্ম উড়ে যায় অন্ধকারে দেখেছি পলকে।

মাঝে মাঝে এরকম ঘটে আমি আবার ঘুমোই
যেন কার কেশভার ঢেকে দেয় তখন আমাকে
ফেরাতে পারি না মুখ আমি চেষ্টা করি না যতোই
ওষ্ঠ চেপে ধ'রে দমবন্ধ ক'রে শুষে নেয় সমূহ আত্মাকে।

আমি জানি

আমার তো মনে নেই কবে তুমি এসেছিলে কাছে
স্পর্শ করেছিলে স্বপ্ন বিছিয়ে প্রান্তরে বনময়
রক্তক্ষতগুলি নিজে হাতে ধুয়ে শুশ্রূষায় সারারাত ছিলে

আসলে দুঃখে ও দুঃখে এই সত্তা হারিয়ে ফেলেছে
তোমাকে দেখার দৃষ্টি ঃ যদৃশী ভাবনা যস্য মানি

অথচ আমিও চাই আনন্দ আকাশ চিত্ত জুড়ে
আমিও দুঃখের মন্ত্রে চাই সেই আনন্দ-বিহার
শান্তি অশান্তির ঊর্ধ্বে; জানি তুমি ছাড়া কিছু নেই

জানি মিথ্যা এই আমার কল্পিত কান্নার হাহাকার
জানি তুমি ওষধিতে বনস্পতিতে আছো ব'লে
আমি লিখি কথা বলি লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে ফিরি।

খেলা

কখনো খেলার প্রতি কোনোরূপ আসক্তি ছিল না।
অথচ কী গ্রন্থকীট? ক্যারিয়ার শব্দ ছিল অর্থহীন। তাই
ঝাঁটিপাহাড়ীতে যাই ঝুলতে ঝুলতে আটচল্লিশ কি.মি.
নির্বোধ ছাত্রের মাথা চকের গুঁড়োতে ভ'রে যায়
আমার সমস্ত চুল প্রায় শুভ্র হয়ে ওঠে ক্ষয়ে যায় বেলা
অথচ বেলার প্রতি জীবনের প্রতি কোনো মোহই আসেনি।
এখন কী ভয় করে! তা না হলে চমকে যাই নিজেরই ছায়াকে
থমকে যাই লিখতে গেলে শরীরের ক্ষিধে আর পিপাসার কথা
কেন ঘুম ভেঙে রাতে চেয়ে থাকি তারাভরা আকাশে আকাশে!
এখন কি এ জীবন বড় বেশি ছোট লাগে ব্যাকুলতা জাগে?
তাই কানে এসে বাজে, 'কি হলো গো' পাখিটির কথা
ঘাসের মাড়ানো বুক বোবা করে, মনে পড়ে ঠাকুরের মুখ
মনে পড়ে আমারো তো কথা ছিল কোথা যেন যাবার; ছিল না?
কতো উন্মাদনা ছিল, ক্রোধ নয়, শব্দের শিরায়
আজ শান্ত, ব্যথিত ও বিহ্বল আহত ম্রিয়মান
শূন্য তবু নীলে চোখ ডুবিয়ে ঘুমিয়ে যাই নদীর কিনারে।

এখানে

এখানে আমার খুব একা লাগে, খারাপ লাগে না।
একা একা হাঁটা ভালো চুপচাপ ব'সে থাকা ভালো
ভালো বইয়ে ডুবে থাকা ঢের ভালো ষাটপঁয়ষট্টির গল্প থেকে
বাসের হ্যান্ডেলে ঝুলে চোখ বন্ধ করে রাখা আরো বেশি ভালো
কাকে বলব, আমি এই শাদা চোখে ঈশ্বর দেখেছি;
বিনয়ের গায়ত্রীকে পড়েছেন?—কাউকে শুধানো যায়? কেউ
দুঃখী নির্বান্ধব একটা পাখির স্মৃতিকে ধ'রে রাত জাগে নাকি!
অথবা কথা না ব'লে শুধু চোখে চোখ রেখে ভ'রে যাওয়া যায়
যদি সেই বন্ধু থাকে নারী থাকে ভালবাসা থাকে।

আগুনের দিকে

আমি আগুনের দিকে যেতে যেতে দেখি তুমি খুলেছো পশম
খুলেছো কার্পাস, দূরে পড়ে আছে ভয় লজ্জা সংস্কার ভুল
আশ্চর্য মাধুর্য-নীল-প্রবাহতরল-দেহ আত্মার প্রতিমা
আমার পূজার মন্ত্র পদ্ধতিতে তুমি কাঁপো শিহরিত হও মুহূর্মুহু
আমার নির্ভুল লক্ষ্যে বিদ্ধ হয় প্রিয় গোপনীয় উৎসমূল
অবশেষে তুমি এসে নিয়ে যাও আমাকে সেখানে
যেখানে প্রণাম নেই পুজো নেই মন্ত্রতন্ত্র নেই তুমি ছাড়া
আকাশ মৃত্তিকালগ্ন তুমিময় আমিও থাকি না—থাকে প্রেম
তার বর্ণমালা ভাষা জানা নেই লিখে রাখি—আজ
শুধু আগুনের দিকে যেতে যেতে আমি ঢের দেবতা দেখেছি।

অপেক্ষা

অনেকদিন তার সঙ্গে আর দেখা হয় না
অনেকদিন তার কথা তেমন মনে পড়ে না
অথচ এমন দিন গেছে
যার তিন চতুর্থাংশ কেটেছে তার ভাবনায়
যাকে না দেখলে জগৎসংসারের কোনো অর্থ থাকতো না।
এ কেমন করে হয়?
যাকে ভালবাসি তাকে কেন মন এমনভাবে বর্জন করে?

সবেরই একটা সীমারেখা আছে
ভালবাসারও
সবেরই একটা মাত্রা আছে
ভালবাসারও
আমি চিরকাল মাত্রা ছাড়ানো মানুষ।
তাই আজ এমন ব্যথিত বিষণ্ণ ম্লান নিঃসঙ্গ।

শুনেছি ভালবাসা অমোঘ ভালবাসা ঈশ্বরাধিক
শুনেছি গরুড়স্তম্ভ গ'লে যায় ভালবাসায়
অজয় উজান বয়
আভিরকন্যারা ধর্মাধর্ম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পথে পথে
গ্রহণ বর্জনহীন এক মায়ালোক

আকাশ ও মৃত্তিকা ছুঁয়ে জেগে থাকে
আর দুঃখের পদাবলীতে কীর্ণ হয়ে ওঠে চণ্ডীদাসের পুঁথি

আমি সেই ভালবাসার জন্যে কতোকাল অপেক্ষা করব

এক টুকরো

আমি অভিমানে তোমার কাছে যাইনি অনেকদিন।
তুমি তো ডেকে পাঠাতে পারতে!
আজ আর সেসব কথা বলব না।
আজ আমি কোনো কথাই বলব না।
চুপচাপ বসে থাকব কাঁসাইয়ের কিনারে
পাথরে পাথরে এফিটাফের মতো নদীর বুক
বালিতে পালিতে হাহাকারের মতো ধূধূ জমি
আগুনে আগুনে তামার থালার মতো আকাশ
আর নিরর্থক শুধু হাওয়া আর হাওয়া আর হাওয়া
আমি বসেই থাকব চুপচাপ
সন্ধ্যার মন্দিরে চাবি বন্ধ হয়ে যাবে
প্রসাদের ঘণ্টা আর বাজবে না
কেউ ডেকে পাঠাবে না আমাকে আর খেয়ে নিতে
কেউ বলবে না, বাবা আমার বিদুর!
তারায় ভরা নীল আকাশ নেমে আসবে কাছে
সারারাত চেয়ে থাকবে আমার ঘুমন্ত মুখে
তোমার মতো, মা, তোমার অতলান্ত চোখের মতো।

জলে

আমি অভিমানের পাহাড় তৈরী ক'রে
আড়াল করেছি শতচ্ছিন্ন সংসার
যাতে তোমার চোখে না পড়ে
আমার শুকনো মুখ জীর্ণ পাঁজর
লোনায় ধরা দেওয়াল কাঁটায় ছাওয়া বাগান
শিশুদের ব্যথিত চিত্তের চাউনি
আমি দূরত্বের ব্যবধান রচনা ক'রে

সরিয়ে নিয়েছি দুঃখী বেলা
যাতে তোমার চোখে না পড়ে
কীভাবে ফুরিয়ে গেল আমার সর্বস্ব
যাতে তোমার আনন্দের হাটে আমার
নিঃস্ব নগ্নতা না প্রকাশ হয়ে পড়ে
তোমাকে লজ্জায় না ফেলে—
মুছে ফেলতে চেয়েছি সারারাত সব স্মৃতি
সারাদিন সব স্বপ্ন
সারামাস সব আকাঙ্ক্ষার মৌন
তেরো বছর আমার সত্তার সুষুপ্ত বিরহ

নির্বিকার তুমি কিছুই বুঝলে না
আমার সামান্য জীবন এক টুকরো তৃণের মতো
ভেসে গেল কাঁসাইয়ের জলে।

শুধু সারাদিন

সব ঠিক আছে তো!
সেই দুটি পুরনো জবা ভাঙা চত্তর
এবড়ো খেবড়ো দেওয়াল
সেই নদী সেই পাথর নিচু আকাশ
জলের শব্দ
অধীর বালকের মতো পুজোর ঘণ্টার ধ্বনি
সব ঠিক আছে, মা।
স্নেহাসক্ত ধুলো বালি ঘাস
এ ঘর ও ঘর
ভাঙা উনুন কয়লার কালি
তোমার শোবার খাট
বসবার চেয়ার
খাবার থালা
গা মোছার ট্যানাটুকুও
সব ঠিক আছে।
সেই ওঁ হ্রীং ঋতং
কাঁসাই

পাথরের সিঁড়ি
ল্যাভেণ্ডার বনে হু হু হাওয়া
পাখির ডাক
যেন কিছুই হয়নি কিছুই হয়নি, মা।

শুধু সারাদিনমান আমাকে কেউ খেয়েছি কিনা শুধায় না
শুধু সারারাত ঘুম হয়নি বলে কেউ মাথায় হাত রাখে না
শুধু আমি এলে বিহ্বল কণ্ঠে বাবা এসেছিস বলে না কেউ
শুধু চলে যাবার সময় সেই দুটি চোখের আকাশে
ঘন হয় না আর নীল সজল বাষ্প।

চোখ গেল

সেই স্তব্ধ রাত্রি ঝম ঝম ক'রে ডেকে উঠলো পাখিটি
চোখ গেল চোখ গেল চোখ গেল ...
কেন তার চোখ গেল কেন তার চোখ গেল কেন তার—
কেউ জানলো না।
কী দেখেছিল সে?
কী দেখেছিল সে?
কী দেখেছিল সে?
সেই স্তব্ধ রাত ভ'রে রইলো তার হৃদয়ে
জরাজটিল অরণ্য জুড়ে রইলো তার শীর্ণ পথরেখা
ঝলকে ঝলকে ফেটে পড়া প্রতিটি শিরা উপশিরা
সারা আকাশে চমকে চমকে উঠল
একা নিঃসঙ্গ নিয়তি-নির্ধারিত নির্বন্ধের মতো পাখিটি
অবসন্ন ডানায় ম্রিয়মান মনে
জেগে রইল
তার অন্ধ চোখের সামনে
কাঁসাইয়ের জলে
ভেসে ভেসে গেল অলক্তক কুঙ্কুম কবরীবন্ধন
ভেসে ভেসে গেল আশ্লেষচূর্ণ শীৎকারকণা শৃঙ্গার
ভেসে ভেসে গেল ফাগ নূপুর রোমাঞ্চিত যমুনা
সুদূর বংশীধ্বনিতে ঝংকৃত হলো নক্ষত্রলোক
আশ্রমের সোনার তারে ব'সে পাখিটি

ডানা ঝাপটে ডেকে ডেকে সারা হলো
চোখ গেল চোখ গেল চোখ গেল ....
কেন তার চোখ গেল কেন তার চোখ গেল কেন তার—
কেউ জানলো না।

পাতার মুকুট

যদি তাকে ডেকে থাকি যদি তাকে দিয়ে থাকি নিজে
পাতার মুকুটখানি সে কেন তা ফেলে রেখে যায়
পথের ধুলোয়? তার অন্ধকার এ হৃদয়ে নিয়ে
জীবন কাটানো দায়। তার কোনো দায় নেই? কোনো?
তাহলে কেন যে ফোটে মাধবী কাঁদে পাথরে কাঁসাই!
আমাকে এখন দ্রুত ফিরে যেতে হবে বলে
এই শাদা পথ
চলেছে নক্ষত্রলোকে এই নদী সমুদ্রসঙ্গমে
ঝরেছে সমস্ত পাতা অশ্বত্থের
প'ড়ে থাকে পাতার মুকুট।

এমন দিনে তারে

এই যে মেঘে মেঘে আকাশ ছায়
একটি দুটি তারা আছে কি নেই
রাতের পাখি জেগে একাকী ঠায়
হাওয়ার হাহাকার পথে পথেই

এই যে অভিমান কী দাম তার
হায়রে ভালোবাসা! ধুলোতে মিশে
যা তুই, কে নেবে এ সম্ভার
এ দেহ জরো জরো প্রেমের বিষে

এই যে স্মৃতিনীল আমার এ নিখিল
রোদসী রেবাতটে বৃষ্টি জলে
কোথাও কিছু নেই তবুও আমাকেই
'দেখো দেখো' বলে নিপুণ ছলে

এই যে দিন গেল ফুরোলো রাত
এই যে মেঘে মেঘে হৃদয় ভার
এই যে নিভে গেল অকস্মাৎ
জাগর দীপটুকু, অন্ধকার—

এমন দিনে তারে আমার ভাঙা দ্বারে
তবে কি দেখা যাবে? তাকে কি? বলো—
ও মেঘ, ও নদী, ও রাত নিরবধি,
ও পথ, ও মায়া, ও আলো, ও ছায়া, চোখের জলও?

বাবাকে

তোমার স্মৃতিপথে ধুলো ও বালি ওড়ে
তোমার কাছে যেতে অনেক কাঁটালতা
তোমার ঘরে দোরে অনেক জলে ঝড়ে
কিছুই নেই আর, ঘাসের নীরবতা

জাগে না কেউ আর দাওয়ায় সারারাত
পেরিয়ে নদী মাঠ ফেরেনা কেউ
বৃদ্ধ অশথের পাতারা নির্ঘাৎ
এখনো কাঁপে ভয়ে! রাতের ফেউ।

এই তো আমি আছি আমরা আছি সব
কিচ্ছু ভয় নেই ঘুমোও বাবা, তুমি—
শান্ত নীরবতা, থেমেছে কলরব
ঢেকেছে ঘাসে ঘাসে বাস্তুময়ভূমি

তোমার গ্রামে যেতে তোমার কাছে যেতে
এখন কাঁটালতা ধুলো ও বালি
এখন বারোমাস বিস্মৃতির ঘাস
ঢেকেছে ছোলাডাঙা মানকানালি

ভয় কি! ঢাকে সব মাটির ঘাস উই।
ন হন্যতে তুমি ন ম্রিয়তে।

তাই এ মধুবাতা ঋতায়তে, ছুঁই
তোমাকে আজীবন হৃদয়ে ব্রতে।

কেউ আসে না

আর কোনোদিন যদি দেখা নাই হয়
আর কোনোদিন যদি না ভাবি তোমাকে
যদি এই জন্ম আর মৃত্যুর অন্বয়
না হয় জীবনে—সব ব্যর্থতায় ঢাকে

একটি ফুলের মতো শুধু সেই ভুল
জেগে থাক; লুপ্ত হোক বাকি সব স্মৃতি
আমি জানবো ঃ ভালবাসা ব্যর্থতা অকূল
লোকে জানবে ঃ উন্মাদের শাস্তি যথারীতি

আমাকে তাকিয়ে হাসে আকাশের নীল
আমাকে দেখিয়ে হাসে মৃত্তিকার ঢেউ
আমার অপার দুঃখে কোথাও একতিল
পরিবর্তন হয় না। কেউ আসে না কেউ।

বার বার

বার বার ফিরে আসি বার বার পথ
ঘুরে ঘুরে চলে আসে তোমার নিকটে
আমার এ ব্যর্থতায় আমি কি মহৎ
তোমারই মহিমা তৃণে তারাদলে রটে

যতো দূরে যেতে চাই ততো কাছে আসি
যতো ভুলে যেতে চাই ততো অধিকার
করো—, আমি এরকম ভালবাসাবাসি
বুঝি না। তামাশা দেখে জগৎ সংসার

ব্যর্থ দেখে ছুটি দাও পরিত্রাণ করো
মাটিতে ঘাসের বনে শুয়ে থাকি একা
তাতল সৈকত নীল তরঙ্গে তরঙ্গে তুমি ভরো
এ হৃদয় নিয়ে আর করবো না দেখা।

কেন

কেন এরকম হয় কেন রেকম হয়, জানো
শীর্ণ শাদা পথরেখা, নির্বাসিত সিসু?
বালির চিতার নদী, শৈশবে হারানো
আমার ব্যাকুল ঘুড়ি, তুমি জানো কিছু?

কেন এ অকূল জল বুক থেকে গলা থেকে ঠোঁটে
উঠে আসে অহেতুক, বৃষ্টি কই, নির্মেঘ আকাশ
নির্ভয়ে নির্বাক দুটি ঘাসফুল মাথা তুলে ফোটে
কেন শুধু জলমগ্ন আমার ব্যথিত বারোমাস

তবুও পেরোই তাকে দু'হাতে মাথায় তুলে নিয়ে
ওষ্ঠ ছুঁয়ে থাকা জল খলখল চারপাশে দোলে
সাপের ফণার মতো ঃ আমি তাকে বানিয়ে বানিয়ে
কেন এরকম গল্প ব'লে যাবো রোজ রাত্রি হলে

কেউ কি ফেরাতে পারে তাকে যাকে ডেকেছে হরিণ
কেউ কি ভাসাতে পারে তাকে যাকে ডুবিয়েছে দেহ
তুমি জানো হে জীবন হে জন্ম হে মহদ্ভয় ঋণ
জানো কি কাঁসাই নদী জানো আর কেহ!

শেষ ভুল

এইবার শেষ ভুল, আর কোনোদিন তাকাবো না
সাক্ষী থাকো সূর্য তারা সাক্ষী থাকো আকাশ মৃত্তিকা
অনেক তো হলো, কাচ কুড়িয়েছি ফেলে দিয়ে সোনা
এই আমার শেষ ভুল, জলে ভাসো কৃষ্ণ কণিনীকা—

ভুলের কি শেষ আছে তোর? ব'লে হেসে ওঠে ঝাউ
আমার মিনতি শুনে ফিরে আসে হু হু নীল হাওয়া
কোথা যাবে কোথা যাবে? ব'লে পথ দিগন্তে উধাও
আমার কি আসা আছে? তবে কেন যাওয়া বা কোথাও!

তবু এই শেষ ভুল; চোখ রাখো, দেখি ওই জলে
কবিতার ভাষা, আমি পড়ে নিই, তারপর যেও
দিশেহারা নীল স্রোতে; আমি রাত্রি গাঢ়তর হলে
কোনোদিকে না তাকিয়ে পান করব সেই বিষ—
অন্ধকার স্নেহ।

বিকেলের কবিতা

তবে কি বৃথাই তাকে ভালবেসে পথে বেরিয়েছি?
শুকনো অজস্র ফুল পাতা ঝরলো; এখন বিকেলে
একাকী পথের প্রান্তে দাঁড়িয়েছি। পথ তবে শেষ?
এতো যে ছলনা, আমি জানিনি, না হলে
হয়তো আরেক পথে যাওয়া যেত অন্য এক পথে।
এখন জেনেছি যদি তবে কেন শৃঙ্গারে দাগ
মুছতে গিয়ে থমকে যাই যত্নে তুলে রাখি ভাঙা ছবি
অবাঞ্ছিত তবু গিয়ে দাঁড়াই বিহ্বল প্রার্থী যেন—!
বস্তুত এ গল্প ঠিক এরকমই ভেঙেও ভাঙেনা
কোথাও রয়েছে যেন অর্থহীন শূন্যতার মানে
তাই এ আকাশ এত গাঢ় নীল অত্যাগসহন সুদূরতা
মানুষ চলেছে তাই নিচু মুখ ঊর্ধ্বশ্বাস কোথায় জানে না
একটি গল্পের শেষে শুরু হয় আরেক কাহিনী
শুকনো শাদা স্মৃতি পথে ধুলোতে হাওয়াতে পড়ে থাকে।
তাহলে ফুটুক ফুল পাতায় আচ্ছন্ন হোক শাখা
লণ্ঠন জ্বলুক কাচে কালি জমে জমে ঝাপসা হোক
এই জীবনের গল্প ঃ কে কে এলো কে আর এলো না
বৃষ্টিতে গলুক সব ভেসে যাক নগ্ন জলধারে।

একদিন তোমাকে

আমাকে এভাবে যদি যেতে দাও খুশী হই বড়ো
এই দিকে একদিন তোমরাও তাকাবে বিহ্বল
একদিন মনে পড়বে একদিন মনে পড়বে দেখো
একজন বলেছিল, এই যাওয়া কাছাকাছি আসা
একদিন কোলাহল বেজে যাবে একা হয়ে যাবে
নিজের সত্তার খুব মুখোমুখি হতে হবে জেনো
সেদিন নিশান বর্শা অসি চর্ম ঢেকে দেবে ঘাস
গ'লে যাবে মাটি হয়ে ত্বকের পিচ্ছিল দম্ভ সুখ
একদিন মনে হবে, কোথাও নিঃশ্বাস নিতে যেতে
কোথাও শুশ্রূষা পেতে ভালবাসা স্নেহ
একদিন কাঁধে তুলে একজন সন্ন্যাসী হাঁটবেন

বৃষ্টি ধুয়ে দেবে পাতা মানুষের ভুল পরাজয়
আর থেকে থেকে শুনবে আকাশে ধ্বনিত
উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত সুর
একদিন ঘুরে ঘুরে অবশেষে সেইখানে যাবে
কেননা তোমার কোনো ত্রাণ নেই অন্যকোনো ত্রাণ
আসক্ত মুঠোয় দেখো লেগে আছে অন্ধ অধিকার
দেখো লেগে আছে আর্দ্র রক্তলিপ্ত অপরাধ ভুল
তোমার নির্মিত কতো দৃষ্টিহীন বধির সমাজ
দগ্ধ মাঠ ভস্মময় স্রোতোহীন নদী শূন্য গ্রাম
একদিন এই পথে তোমরাও তাকাবে বিহ্বল
যে পথ সৃষ্টির দিকে ছলনাবিহীন ধাববান
যে পথ মুক্তির দিকে বঞ্চনাবিহীন প্রসারিত
যে পথ কাউকে ছেড়ে কোনোদিন যায়নি কোথাও
আমাকে এ পথে আজ যেতে দাও তোমরা পরে এসো।

বেঁচে উঠি

যতো বার স'রে যাই জেগে ওঠে বুদ্ধের দু'চোখ

আর আমার অশ্রুবাষ্প আর আমার আচ্ছন্ন আকাশ
ব্যাকুল ব্যাপক গলে ডুবে যায় তোমার মাস্তুল
স্রোতোহীন ভেসে যাই ডানায় ডানায় মৃত্যু নামে
যতোবার স'রে যাই ততোবার ম'রে বেঁচে উঠি।

দূর নয়

আর এই বুকে আমি কোনো স্বপ্ন লালন করি না
আমার চোখের সামনে ঝ'রে যায় পাতা ফুল শিশু
মৃত্যুর কালিতে নীল রাতের আকাশে চাঁদ ওঠে
ছোলাডাঙা থেকে বেশি দূর নয় নতুনচটি কি?
বেশি দূর নয়? আমি সমস্ত স্বপ্নের চারা তুলে ফেলি হাতে।

লিখে ভাবি

লিখে ভাবি ভুল হলো তবু বৃষ্টি দিয়ে লিখি ভয়
দিগন্তে দিগন্তে নীল কালির অক্ষর বর্ণমালা
আমার জানালা আর বেশি কিছু দিতে পারে মৃত্যুর সময়?

আজ আর

কিছুতেই চোখে তার চোখ রেখে ভেসে যেতে পারি না তেমন
যেমন গিয়েছি সেই ছুটে এসে একদা সন্ধ্যায় কতোদিন
উনিশ শ সত্তরে; আজ বাইশ বছর পরে কেঁদুড়ির মাঠে
ঘাস নেই পাখি নেই সন্ধ্যা নেই হাওয়া নেই নির্জনতা নেই
কিছুতেই বুক থেকে সমস্ত সজল স্মৃতি তুলে তার হাতে দিতে
পারি না যে আজ!

কার নাম

কার নাম প্রেম তবে? কার নাম নদীর বালিতে
একদিন লেখা ছিল? মধুবন, গন্ধেশ্বরী নদী?
কাকে হেঁটে যেতে দেখে বলেছিলে ঃ মনে আছে সব মনে আছে!
পৃথিবীর সব ধান ঝরেও ঝরেনি শেখা এতদিনে হলো।

বুঝে নাও

এভাবেই আমি বলব, আমি এভাবেই বলব, তুমি
তোমার মতন ক'রে বুঝে নাও, মধ্যে ব্যবধান
আমাদের দুঃখ সুখ আমাদের জটিল সংসার।
আমার সহজ ভাষা আমার সরল ব্যথা ঘাস বোঝে
ধুলো বালি বোঝে।
আমার আনন্দ মেঘে পাখি ওড়ে ফুটে ওঠে ফুল।
তবু ভুল! তবু নীল অভিমান ফোঁটা ফোঁটা গড়ায় ছড়ায়
আকাশে আকাশে।
আমি কোনোমতে বোঝাতে পারি না
কেবল তোমাকে।—ভুলে উদাসীন চ'লে যেতে পারি
পায়ে পথে বেজে ওঠে চঞ্চল ছায়ার গান
কেলাতির লতা।

একদিন মনে হতো

একদিন মনে হতো, আমি বুঝি। এই তো পেলাম।
এখন সে ভুল ভেঙে অনন্তে ধাবিত হয় পাখি।
পৃথিবীতে কুলোয় না এত ভার একাকী আমার।
তোমার বিশ্বাস থেকে একটি কণার জন্যে লুব্ধ করতল।
একদিন মনে হতো, এই প্রেম। এই প্রেম। এই।
আজ পথে পথে দেখি ধুলোতে বালিতে অবারিত।

একজন

একজন বোঝে ঠিক একজন এই লেখা বোঝে।
একজন এই ভাষা সহজেই অধিকার ক'রে বেজে ওঠে।
ব্যবধান বেড়ে ওঠে শুধু তার যে আমার সর্বনাশ আজ।
একদিন এই লেখা একজন ধুলো থেকে বালি থেকে বেছে তুলে নেবে।

চিনে নিতে

আমার পথের ধুলো ছেঁড়া পাতা দুপুরের হাওয়া
বলে, দেখো জয়পত্র ইস্তাহার অমোঘ নিশান
বলে, দেখো প্রেম আর পরমার্থ অন্ধ অধিকার
বলে, দেখো কবিসত্তা তোমার নিজের চিনে নাও।

লিখে রাখি

মানুষ মানুষই। আমি তাকে ব্রহ্ম ক'রে এতদিন
বৃথাই উন্মাদবৎ কাটালাম।
আজ
আমি ঈশ্বরের ভয় ভুল আর একাকীত্ব লিখি
লিখে রাখি—ফুসফুসের নিশানে ঃ সাবধান!

পাথর

এখনো হলো না দেখা এখনো হলো না শোনা শুধু
কোলাহলে বেলা গেল তামাশায় বেলাটুকু গেল।
এরপর অন্ধকার। অন্ধকারে দেখা যায় না কিছু।
কে যেন ছুঁয়েছো এসে গোপনে সত্ত্বাকে কবে যেন
তাই কান্না তাই শুধু বেলা গেল মনে পড়ে মনে
আর কবিতার ভাষা প্রাচীন প্রাচীনতর ছায়াচ্ছন্ন কাঁপে
ভাঙা মন্দিরের শীর্ষে পাথরের মৃদঙ্গে হাসিতে
কখনো কি দেখা হয়? কখনো কি কেউ কিছু শোনে?
প্রশ্নের আঘাতে বাজে প্রাচীন পাথর বেদীমূল।

গেরুয়ামূর্তি

একটি বিদীর্ণ জবা একটি ব্যাকুল গন্ধরাজ
আমাকে কতো যে বার শেখাতে শেখাতে ঝ'রে গেল!
কাঁসাই নদীর তীরে স্তব্ধবাক পাথর কতো যে
বুঝিয়েছে—; রাত হলো, বাড়ি যেতে হবে।
তারারা ফেলেছে আলো ধুলোর বালির পথে পথে
আমার ঘুমন্ত চুলে আঙুল রেখেছে হু হু হাওয়া।
শুধু শরীরের লোভে আসক্তিতে আগুনের মুঠো
জলের ভিতর থেকে দেখিয়েছে তুলে তুলে সোনা। নাকি বালি!
একটি গেরুয়ামূর্তি কী গভীর আমূল প্রোথিত!

এখন

এখন ধর্মের কাছে তত নয় যতখানি তোমার নিকটে।
আমরা নিঃশব্দে হাঁটি শব্দ ক'রে হাসি কথা বলি
অথবা দেখাই হয় না কতোদিন, চিঠি নেই পত্র নেই, একা,
চারপাশে ভূমিকম্প খরা বন্যা উত্থান পতন
আমাদের ভাঙাচোরা মন্দির বিগ্রহ আর চন্দনের পিঁড়ি।

এরপর

পাতাগুলি শাদা থাক; কলঙ্কশীলিত ব্যথা দিয়ে
মসীলিপ্ত করবো না; এরপর সন্ধ্যামেঘমালা
এরপর শব্দহীন পাখির ডানার মৌন গন্ধেশ্বরী নদী
এরপর অন্ধকার তারকাখচিত শূন্য নীল অন্ধকার
এরপর মৃত্তিকালগ্ন দুঃখসুখহীন
আমার বিশ্রাম।
পাতাগুলি শাদা থাক ব্যথাতুর আহ্বানের মতো।
একদিন কেউ এসে লিখে লিখে জানাবে সত্তার
অনিঃশেষ হাহাকার প্রপন্নার্তি রক্তের কালিতে
তারপর চ'লে যাবে, সন্ধ্যা হলে, আমার মতন।

শাদা পাতা, কে বলেছে কে সমস্ত বলেছে তোমাকে?
সমস্ত সমস্ত তার?
এত নক্ষত্রের ভাষা এত আলো, তবু
আকাশের নীল পাতা সীমাহীন শূন্যতায় কাঁপে
এত তৃণাঞ্চিত বুক এত পত্রপুষ্প তরুলতা
তবু শূন্য নিরুদ্ভিদ রক্তপ্রান্তরের কান্না ঘুম থেকে তোলে
রাজসিংহাসন থেকে নেমে আসে সিদ্ধার্থ গৌতম
ঘাসে ঢাকে অসি চর্ম শিরস্ত্রাণ ইস্তাহার জয়।
পরিণামহীন ভয় অবসানহীন ভয় অপমানময় এক ভয়
ধীরে ধীরে বাষ্পময় সমস্ত আচ্ছন্ন ক'রে রাখে
ধীরে ধীরে ঝ'রে যায় দুটি করতল থেকে আসক্তির বীজ
পৃথিবীর মাঠে মাঠে।
আমি যাই গন্ধেশ্বরী তীরে
কুড়ি বছরের পরে আমার বাবার কাছে
তুমি একা কাঁসাইয়ের জল।

সারাদিন সারারাত

সারাদিন দুঃখে কাটে সারারাত স্বপ্নে কেটে যাক।
দিনের রাতের শেষে কী নিয়ে কাটাবে একা একা?
একা কী? একা কী? তুমি চিরকাল সত্যিই একাকী।
সারাদিন দুঃখে কাটে সারারাত থাকুক শূন্যতা।

এখন

এখন চোখের সামনে ভেসে যায় সংসারের অকূল কাহিনী
ছোটো বড় গল্প তার দুঃখের সুখের।
যেন আমি কোনোদিন
এখানে আসিনি যেন কোনোদিন দেখিনি এসব।
আমাকে চেনে না কেউ, আমিও কাউকে।
একা একা একা হাঁটি
শীতের পাতারা ঝরে হুহু হাওয়া এলোমেলো চুল
ভুল পথ থেকে পথে
আগুনের চোখ চেয়ে থাকে
বরফের চোখ চেয়ে থাকে আর অসাড় পৃথিবী প্রেমহীন
দেখি সন্ন্যাসীর পাপ গৃহস্থের অমঙ্গল ভয়
সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ঘুমে অচেতন জনপদ রাত্রির বিলাস
আমি এরকম দিন এরকম দীর্ঘ বারোমাস
কোথাও দেখিনি।
এখন আমার কাছে অর্থহীন জীবনের যেকোনো প্রার্থনা।
আমি কোনোদিন তাকে ভুল করে দেবো না এ প্রেম
যে জানে না মানে তার
যে ভাবে সহজ অধিকার
আমি এ প্রবাস থেকে যেতে যেতে নিষেধের বীজ
পুঁতে যাবো পথে পথে
বিষাক্ত লতা ও গুল্ম পাপবিদ্ধ কাঁটা।

দু'হাতে

লিখে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া ভালো লাগে এখনো আমার
ছেলেবেলাকার নীল অভিমান আচ্ছন্ন রেখেছে সজলতা
আজও পথতরুতলে কথা বলি রাখলের সাথে
ধানের চালের গন্ধে ভারি হাওয়া ঢের ঘন রাতে
এখনও দু'হাতে দুই দিগন্ত চোখের সামনে মেলে ধরে আজও।

সে

যতদিন হাত পেতে রেখেছে সে ছলনা পেয়েছে
পথের দু'ধারে সব ফুলগুলি ঝ'রে গেছে আর
স্বপ্নের মতন এক মায়ালোক অবিমৃশ্য জলে
ভাসিয়ে দিয়েছে তার প্রার্থনার শব্দহীন কথা।
আর তার চাওয়া নেই আর তার পিপাসা কোথায়?
অভিমান ফুলে ওঠে বুক থেকে গলা থেকে ঠোঁট
কীটের মতন স্পর্ধা দ্রোহ তার ধ্বংস ডেকে আনে
ছলনার জাল কেটে পালাবার পথ কেউ জানে?
গুটিয়ে নিয়েছে হাত চুপচাপ ব'সে থাকে একা
গোপনে গোপনে মনে জপ করে আত্মহননের
মায়াবীজ নষ্ট নাম উদাসীন নীলাঞ্জন ঘৃণা।
কেউ কি জেনেছে কিছু কাউকে সে বলেছে কখনো
সর্বস্ব গিয়েছে তার ওইখানে বালিতে পাথরে?
কখন অঞ্জলি ভ'রে উপচে পড়ে গেছে যে জীবন
সে জানেনি সে জানে না ব্যথা তাকে এনেছে কোথায়
দুর্বল শিথিল ভাষা অস্ফুটে বোঝাতে চেয়ে কিছু
ভেঙে গেছে ছন্দ তার ভেসে গেছে বার বার ভুলে
বার বার মুঠো থেকে খুলে নিয়ে গেছে হু হু হাওয়া
দু-একটি জোনাকিস্মৃতি দু-একটি আলস্যনীল ফুল
মাটির মায়াবী মোহ জীবনের ছোটোখাটো নীলা।
এখন সে অপমানে অভিমানে জীবনের কাছে
দাঁড়িয়ে রয়েছে একা, সারাদিন ব্যাকুল দু'হাতে
মুছে দিতে চায় ম্লান অনতিঅতীত ফিরে আসা
সারারাত তারাদের ভাষা বুঝে নিতে দিশেহারা
সে বলে ঃ আমাকে নাও আমাকে আমাকে—
কোথায়? কাকে সে বলে? নিরুত্তর জলভরা চোখ
নিরুদ্ধ নির্জন ওষ্ঠ ভূস্পর্শ মুদ্রায় নত দেহ
এ দৃশ্য দেখে না কেউ হৃদয়রহিত অন্ধকারে
স্পর্শের অতীত তবু ছুঁতে চায় হু হু হাওয়া শুধু
ধর্ম ঝ'রে পড়ে তার চারপাশে পথের ধুলোতে।

এপিটাফ

আমাকে করুণা করে দাহ দিলে মৃত্যুবীজ দিলে
তুমি দিনে দিনে তাই নিতে পারলে সর্বস্ব আমার।
শুধু কাঁধে আছে ভার জীবনের দিশেহারা পথে
জীবন কি তারো বড়ো আমার মৃত্যুর চেয়ে বড়ো?
বয়সের শিলালিপি গুহামুখে লেখা থাক। যদি
উজ্জ্বল উদ্ধার হয় এই পথে ওরা ঢুকবে না
লেখা থাক ভালবাসা। লেখা থাক ভালবাসা। যদি
কখনো প্রেমিক আসে এ প্রবাসে শাপগ্রস্ত কেউ
আমার সত্তার স্মৃতিজর্জরিত যদি কেউ আসে।

হে ক্ষত হে ব্রত

আমার ভুলে ভুলে ভরেছে ফুলে ফুলে
জীবন অঙ্গনে রঙ্গনারা
ফুটেছে বারো মাস শাখায় অনায়াস
ঝ'রেও গেছে জলে ঝড়ে যে তারা

আমার ব্যথা নিয়ে তারারা আলো দিয়ে
জেগেছে সারারাত শুশ্রূষাতে
বলেছে সেই নদী ঃ সহসা কেউ যদি
স্পর্শ করো তাকে সজল হাতে

হৃদয় শিরা তবে ব্যাকুলতর হবে
তৃষ্ণাতুরা চোখে করবে পান
সমূহ সত্তাকে জড়াবে পাকে পাকে
আমারই প্রেমে প্রেমে হে অবসান

হে ক্ষত, হে ব্রত, মায়াবী জল যতো
ঝরাও এ শ্রাবণে ভেজাও সব
প্রবল চাপা রাগে অলক্তক ফাগে
কবিতালোকে লোকে হে সম্ভব

এই যে বৈঠাতে রক্তস্ফীত হাতে
উন্মথিত হয় তোমার ঢেউ

যেতে যেতে

আমি জানি, মনে রাখো, নদী,
শালবন, তুমি মনে রাখো
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ, তুমি ডাকো
আমার ডাকনামে মাঝে মাঝে।
মজা খাল, বাঁশবন দীঘি
নির্জন নিঃসঙ্গ ছেলেবেলা
কানালি বাবুরপাটি ধান
ভাঙা বাবুপাড়া একা ভয়
মনে রাখো আজীবন তুমি।
যেতে যেতে যেতে যেতে বড়
ক্লান্ত ও বিষণ্ণ। আজ তাই
চুপি চুপি চ'লে যেতে চাই
আর বলি, মনে রেখো তুমি।

এই যে থরোথরো আমাকে এত ভরো
চণ্ডবেগে রেগে শয্যাকে ও

অগ্নিময় ক'রে আমাকে হাতে ধ'রে
ভীষণ সাবধানে নিরুদ্দেশ
জুড়ায় দাবদাহ তোমার এ প্রবাহ
আমার সন্ন্যাস গেরুয়া বেশ।

চন্দনা

এখন কবিতা লেখে প্যালা পঞ্চা ছাপা হয় ঢের
কলরবে কোলাহলে ভেঙে যায় মুখর প্রচ্ছদ
ছন্দোহীন মাত্রাহীন অর্থহীন এলোমেলো প্রলাপ ওদের
খুব একটা মন্দ না বলে চন্দনা পেরিয়ে যায় হ্রদ

উড়ে যায় ডানা ছুঁয়ে নীল জল জলের পিপাসা।
এখন কবিতা মেলা পাড়ায় পাড়ায় হিক্কা তোলে
পালক রক্তের ছিটে ভস্ম প'ড়ে থাকে, যার ভাষা
আমরা বুঝি না বোঝে চন্দনাই ঢের রাত্রি হলে।

আপাদমস্তক ব্যর্থ

আপাদমস্তক ব্যর্থ, তুমি কেন এ সভায় এলে?
লোকে হাসবে নিচু হয়ে কিছু যদি কুড়াও এখানে
বেমক্কা লড়াকু তুর্কী শব্দধূমে ভরেছে আকাশ
পানসে ও আলুনী এই প্রেম ট্রেম ঈশ্বর ফিশ্বর
ধ্বংস প্রতিভার পাশে তোমার সমস্ত ছন্দ এখন বাতিল
মসৃণ কার্পেটে গ্রাম্য ধুলো পায়ে দুঃসাহসে কেন তুমি এলে।
আনন্দশিখর থেকে চেয়ে দেখতে বিকেলের আলো
কামুক চতুর ধূর্ত মৃতদের সমূহ মিছিল
আনন্দগহ্বর থেকে কানে শুনতে আর্তনাদ, জয়ের? ভয়ের?
কাকে বলবে কোন কথা কেউ কারো কথাই শোনে না
কীসের উৎসব চলছে কেউ তাও জানে না এখন।
তোমার মুখের রেখা কেঁপে ওঠে বুকের পাঁজর
ভিড়ের আবর্তে কণ্ঠ ছুঁয়ে যায় ওষ্ঠ ছুঁয়ে যায়

মূর্খতা হাসায় তার গমকে গমকে জমে নাচ
ফিনকি দিয়ে ওঠে মদ লাবণ্যে সর্পিল নারী আর
তোমার চোখের সামনে ভেসে যায় গোপনীয় সজল গহ্বর
তোমার চোখের সামনে ঝ'রে যায় অতি ব্যক্তিগত পবিত্রতা
তোমার চোখের সামনে মৃত্যু হয় তোমার সত্তার
কে বলেছে ন হন্যতে কে বলেছে ভেজে না সে জলে
আপাদমস্তক ব্যর্থ, ফিরে যাও মাথা নিচু নদীর কিনারে।

নিজস্ব

আমার নিজের কথা কিছু নেই আর কিছু নেই
তবু কাছে গেলে খুব লোভ হয় দু'চোখে শুধাও
'এখন কেমন আছো, এখনো কি জাগো সারারাত?'
আমার নিজের ব্যথা কিছু নেই আজ কিছু নেই
তবু শুষে নেয় এই শিরা উপশিরা ও শিকড়
ব্যথিত হৃদয় থেকে আতুর হৃদয় থেকে সমস্ত দুপুর।
এরকম অবসান কোনোদিন ভাবিনি কখনো।
এমন শ্রাবণ বুকে এমন আগুন নিয়ে এসেছিল নাকি?
বড় দীর্ঘ এ জীবন, কষ্ট পেলে, ঝ'রে গেলে পথে
ঝ'রে গেলে হাতে তার স্বরবৃত্তে কলাবৃত্তে একা
অফসেটে মুদ্রিত হলে তারার অক্ষরে শূন্য নীলে!

শুশ্রূষা

'সংখ্যাটি কবে পাবো, তুমি এসে দিয়ে যাবে কবি?'

এরকম ক'রে লিখলে হৃদয়ের শিরা উপশিরা
সমস্ত দুপুর ধ'রে শুষে নেয় সমূহ সঙ্গীত
চন্দনগন্ধের শব্দে ভ'রে যায় জীবনের দীর্ঘ অবহেলা
যে আকাশ মুছে গেছে তার মেঘে পিপাসার বেগে
শুধু ঝ'রে যেতে থাকে শুধু ঝ'রে যেতে ঝ'রে যেতে থাকে।
আর আমার ভয় করে, জন্মভোর ভয়! কেন জানো?
সে এক আশ্চর্য গল্প! আমি গল্প ছেড়ে কবিতায়
তাই বসবাস করি, প্রায় একলা একা পথে পথে

অবিমৃশ্যকারীতায় অভিমানে অন্ধ ভালোবাসা বুকে চেপে
যেন এই পৃথিবীতে এ প্রবাসে বহুদিন হলো বহুদিন
যেন অপমানময় এই জীবনের থেকে মৃত্যু ভালো ঢের বেশি ভালো
অথচ আমার জন্যে পত্র ও পল্লব ফেটে শাখা ফেটে ফুটে ওঠে ফুল
অন্ধকার ছিঁড়ে খুঁড়ে চাঁদ ওঠে জ্যোৎস্নার আশ্লেষ
জলস্রোতে ভেসে আসে ফেলে আসা কবিতার পাতা
চিঠি আসে—, চিঠি নয়, অহেতুক ভালবাসা সর্বাঙ্গে জড়ানো
আমার ঘুমন্ত মুখে স্নেহাতুর দুটি চোখ জেগে থাকে দেখি
স্বপ্নে গিয়ে দিয়ে আসি কবিতা ও কাগজ কখন
তবু চিঠি আসে, তুমি নিজে এসে দিয়ে যাবে, কবি?

একদিন

একদিন ওই যুবা হেঁটে যাবে সঙ্গীনীর সাথে
মাথা উঁচু মুখে হাসি চোখে নীল ঢেউ সজলতা
একদিন মুছে যাবে ওই জননীর মুখ হতে
তার কিশোরের ক্ষয় ক্ষতি শেষ অপমান স্মৃতি
একদিন ভ'রে যাবে এই মাঠ ধানে ধানে জানি
ফুটে উঠবেই ঠিক আগুনের ফুলগুলি অশোকে পলাশে

তাই এ মাটির মায়া তাই আকাশের এ পিপাসা
তাই এই হু হু হাওয়া পথে পথে এত ধুলোবালি
তাই এত প্রাণ তার এত ভাষা ব্যাকুলতা স্নেহ
এত গাঢ় অন্ধকার ছেড়াখোঁড়া মলিন আঁচলে
এত ক্ষিধে এত ভুল এত ভয় অনুতাপ গ্লানি

একদিন ওই হাতে রক্ত ধুয়ে দেবে মৃত্তিকার
ভালবাসা ঘাস হয়ে ছেয়ে দেবে সমস্ত প্রান্তর
সমস্ত নদীর ওষ্ঠে খেলা করবে সমুদ্রের ভাষা
ফিরে আসবে আমাদের পালানো ফেরার ভাই ঠিক
সত্যি কথা বলতে কোনো ভয় কোনো দ্বিধাই থাকবে না

আমরা কবিতা পড়ব গুহার ভেতর থেকে এনে
আমরা কবিতা পড়ব মাটির ভেতর থেকে তুলে
আমরা কবিতা পড়ব বুকের পাঁজর থেকে খুলে
নেমে আসবে নিচু হয়ে মাটিতে আকাশ আর তারা।

অঞ্জলি

এবার তোমার কাছে হাতে ক'রে নিয়ে যেতে হবে
সারাজীবনের তৃষ্ণা পাগলের সমস্ত প্রলাপ

পথের সমস্ত বাঁক সর্বপায়ী শিকড় নিশান
ইস্তাহার জয়পত্র মুহূর্তের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম

আর বেশি দেরি নেই, কতদূর গিয়েছে সীমানা?
যেখানে আকাশ নেমে ছুঁয়ে আছে মাটিকে আমার!

এখন নির্ভয়ে বলো নির্দ্বিধায় বলো, কার নাম
কার নাম লেখা আছে প্রতিটি ব্যথায় অপমানে।

শরীরের ভয় ভুল অবিমৃষ্যকারীতা দেখেছো
দেখোনি জলের দাহ আগুনের শান্তি সজলতা

আমার গার্হস্থ্যধর্ম সন্ন্যাসের দিকে ধাবমান
সমূহ সংসার ভাঙা ঘরবাড়ি শূন্যে ভাসমান

এবার দু'হাতে ক'রে নিয়ে যেতে হবে পূর্ণতাকে
শূন্যতাকে—সীমাহীন তোমার নিকটে বহু দূরে

তাই একে ওকে তাকে তোমাকে দেখাই ক্ষয় ক্ষত
বিশ্বাসপ্রবণ স্রোতে ঘূর্ণিতে আহত প্রতিহত

এবার তোমার কাছে জানি সব নিয়ে যেতে হবে
আমার পথের প্রান্ত দুটি প্রান্ত দু'হাতে তোমার!

সন্ন্যাসের দিকে

প্রাণপণে ভুলে যাই ভুলে যেতে বহু দূর যাই
যতদূর যেতে পারে সামাজিক মানুষ এখনো
মাথায় আকাশ তারা নীল তরঙ্গের ছলাৎছল
বুকে প্রাণের মেঘ-বিদ্যুৎ-সজল-ঝড়ো-হাওয়া
ঘুমের ওষুধ তীব্র ঘুমের ওষুধ তীব্র ঘুমের ওষুধ
তবু ভুল তবু ভুল তবু ভুল করে কাছাকাছি—
পরিত্রাণহীন স্মৃতি গভীর অনপনেয় স্মৃতি

হৃদয়ের শিরা দিয়ে শুষে নেয় সবটুকু রস
আর খুব অবসন্ন ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত অলস
চোখ বুজে শুয়ে থাকি ঘাসে ছেঁড়া পাতাতে ধুলোয়
সারা রাত শুয়ে থাকি শুয়ে থাকি এ শরীরময়
আকাশ নামায় ঝুরি চারপাশে বটের মতন
এ শরীরও শুষে নিতে ভাগবতী তনু ভেবে রাতে

এইভাবে ক্রমাগত এইভাবে সন্ন্যাসের দিকে
ভাঙা বাড়ি পোড়ো জমি মজা দীঘি চিতাদগ্ধ নদী
কিনারে হাঁটুতে মুখ কিশোরের পাশে পূর্ণ শ্মশান কলস
চৈত্রে এতো শীত, এতো হিমে নীল তীব্র হুহু হাওয়া
দুঃখের স্ফুলিঙ্গ ওড়ে মুহূর্তে মিলায় তবু ওড়ে
ছিঁড়ে খুঁড়ে গার্হস্থের সতর্ক সজাগ সব ধান
আমার বন্ধুর শব শুয়ে থাকে আমার পিতারও
আমারও সমস্ত রাত পৃথিবীর অনিঃশেষ রাত

কাশের জঙ্গলে

ধর্মের কোলাহলে ধর্মের লাঞ্ছনায় আমি এই কাশের জঙ্গলে চ'লে এসেছি
যেন তার শাদা ঘামে মোড়া আছে আমার পাশপোর্ট ভিসা।

রাজনীতির বিষে পড়ে আছে আমার অর্ধভুক্ত খাবার না শোয়া বিছানা
আধখানা পড়া বই অপেক্ষমান অতিথি অসম্পূর্ণ চিঠি।

শিল্পের ওপর হামলে পড়েছে হাজার হাজার মাকড়ার হাত
এইসব ভগ্নাবশেষ এইসব ভস্মাবশেষ ছড়িয়ে পড়ছে আমার মুখে মাথায়।

কোটি কোটি পি.এইচ.ডি.-র ধাক্কায় গুঁড়িয়ে যায় আমার পাঁজর
আমার সমস্ত কবিতা মাড়িয়ে যায় লড়াকু তুর্কী কবিদের মিছিল।

শব্দের টানাটানিতে কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ চলছে বাজারে
ঠকে যাওয়া এক মজুরের মতো সন্ধেবেলা আমি ঘরে ফিরি মাথা নিচু করে

প্রদীপ নেভা ঘুমন্ত আমার গ্রাম আমার নদী আমার ধান খেত
আমার কৃষকপিতার নামহীন বেদনার পাশে উবু হয়ে ব'সে থাকি আমি

আমার জন্মের আমার মৃত্যুর আমার জন্মমৃত্যুর মাঝখানের সীমাহীন প্রান্তরে
উড়ে উড়ে পড়ে উড়ে উড়ে পড়ে কোমল জ্যোৎস্নার মতো এক স্নেহের স্পর্শ সারারাত।

এই জন্ম

নষ্ট হয়ে যায় চারু মুখ
গায়ত্রীর ভূর্ভুবস্বঃ লোক
অলৌকিক ধুলো আর বালি

নষ্ট হয়ে যায় ধ্যান ধান
পৌরাণিক পৌত্তলিক নদী
পাপবিদ্ধ রাতের শরীর

নষ্ট হয়ে যায় শব্দহীন
আমাদের হৃদয়ের ভাষা
আতুর আত্মার শিলালিপি

নষ্ট হয়ে যায় ধর্মাধিক
বন্ধ মুখ গুহামুখগুলি
অনাহতে অক্ষত যমুনা

নষ্ট হয় লোকোত্তর মাঠ
শ্লোকোত্তরা সন্ধ্যা আমাদের
পীড়িতক উদভ্রান্ত চুম্বন

দিশেহারা কাতর জোনাকি
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ মজা দীঘি
নষ্ট হয় ছোলাডাঙা গ্রাম

মাটির কোঠায় ঘন রাত
অপার্থিব লণ্ঠনের আলো
দিশেহারা আনন্দ-আশ্লেষ

নষ্ট হয় আমাদের ভয়
লজ্জাশীলা ব্যাকুল সময়
একঝাঁক কাতর জোনাকি।

নষ্ট হয় শব্দহীন ভাষা
কষ্ট হয় প্রেমের অধিক
এই জন্ম মৃত্যু ভেসে যায়

অপরিণামের কোলাহলে।

স্বনির্মিত

আমার তো সব টুকরো হয়েই ছিল
তোমার হল; সইবে কেমন করে!
তার যে কিছুই হবে না এক তিলও
এটুকু মেনে ফেরো নিজের ঘরে

প্রণাম করা কঠিন তবু কোরো
উপচে পড়ো ব্যথায় পদমূলে
পূর্ণ তাঁতে শিব ও শিবতর
সে যাক যে যায় স্বনির্মিত ভুলে

আমার তো সব টুকরো হয়েই ছিল
নাহয় দিলে আগেই আমার ছুটি
তোমার ক্ষতি হবে না এত তিলও?
আমার ত্রুটি? সবই আমার ত্রুটি?

তাই যে আমার ভালবাসা, তার
ভার কে নেবে? কি কাজ সে উল্লেখে
আমার থাকুক গভীর বেদনার
শাদা ধুলোর পথটি জীবন ঢেকে।

কালের মন্দিরা

এখন অন্ধকারের কুয়াশা ভারি হয়ে নেমে আসছে।
মানুষের মুখ চোখ পাণ্ডুর, অনর্থক ত্রস্ত কোলাহল উঠছে এখন।
আমি কি এসময় আলোর কথা বলব?
সেই অপার্থিব আলোর কথা?
যাতে মুখ দেখা যায় পরস্পরের, বুক থেকে স'রে যায় সব পাথর?
অভিশাপের মতো অবিশ্বাস দমবন্ধ ক'রে দিচ্ছে সব হৃদয়ের।
আমি কি তাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবো সেই নদীর কিনারে?
বিশ্বাসপ্রবণ স্রোতে দেখাবো সমুদ্র-সম্ভব রাত্রি?
বুকভাঙা গ্রাম অন্ধ ও বধির শহরের মুখ থেকে সরিয়ে দেব দামি পর্দা?
জামা খুলে দেখাবো আমার ক্ষতচিহ্ন আমার অপমান?
বালির চিতায় আমার কৈশোরের নদীর কঙ্কাল
কাঁটার জঙ্গলে আমার গ্রামের শীর্ণ পথ
ধ্বংসস্তূপের ভেতর আমাদের তুলসী মঞ্চ আমাদের দুর্গামণ্ডপ
হিংস্র আঙুলের মধ্যে পিষ্ট আমাদের মহার্ঘ ফুসফুস কণ্ঠনালী
আমি কাকে আজ দেখাব জননী
আমি কাকে বলবো, আমার বিশ্বাসঘাতক ঈশ্বর
কী নির্বিকার দয়াহীন মৌনতায় আমার 'প্রমত্ততা' দেখছেন?
হায় আমাদের তামস-যাত্রার দহনক্লিষ্ট দিনগুলি রাতগুলি
হায় আমাদের জাগরণক্লিষ্ট অবরাম রক্তক্ষরণময় অভিমান
নিরন্তর প্রাপ্তির দিকে ধাবমান হায় আমাদের ধর্মাধিক অন্ধতা
হায় সত্তা, হায় স্মৃতি, হায় বিহ্বল ব্যাকুল মৃত্যু-প্রোথিত জন্ম
আমি কি উচ্চারণ করব সেই আদিম মন্ত্র ঃ
তেজীয়সাং ন দোষায়?

আমি কি ভাসিয়ে দেব আমার জীবনমন্থন করা সব শ্লোকমালা
গন্ধেশ্বরী আর কাঁসাইয়ের জলে?
এখন বড় অন্ধকার, বড় অপ্রেম, বড় অশান্তি, হে জীবন
আমি কি কাউকে আলোর কথা প্রেমের কথা শান্তির কথা বলব?
বধিরতা, আমি কি তবুও বলব ঃ
উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।

পদ্মপাতায়

যে আমাদের ঠকিয়ে গেল
তার জন্যে কেন গড়িয়ে পড়ছ চোখের জল।
যে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল
তার শূন্যতা কেন স্পর্শ করছ, হৃদয়।
কেন তার কথাই বলছ শব্দমালা।
মুছে ফেলতে গিয়ে লিখে ফেলছ তারই নাম
বার বার আঙুল রাখছ সেই তারে!
আসক্তির মুঠোয় লুকিয়ে রাখছ নির্জন স্মৃতি!
ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে গেঁথে ফেলছ তাকে
আগুনের সুতোয় দুঃখের ফুলে।
ভুলে যাবে না? আজ তাই তো কথা। আজ
তাকে ভুলে যাবার অবসানহীন বেদনার আরম্ভ।
বড় নিঃসঙ্গ নিঃশব্দ পথের এই ম্লান হাসি
বড় পবিত্র আজ এই কাশের শাদা
মাটিতে গড়িয়ে পড়তে পড়তে থেমে আছে
আমাদের বেদনার চেয়ে গাঢ় আকাশের ওই নীল
শরতের পদ্মপাতায় কী দেদীপ্যমান জলবিন্দু!
আমাদের জীবনের থেকে অধিক উজ্জ্বল
আমাদের দুঃখের থেকে অধিক মহিমময়!

তবু লিখব

'ঘাসু পাবলিক' বলে তিনজন মাস্তান জোরে ঠেলে
দেয়ালে ঠেসিয়ে দিয়ে চলে গেল যে কিশোরটিকে
আমি তার রক্ত মুছে ধুয়ে দিই মুখ হাত দুটি।

'শালা ওল্ড হ্যাগার্ড' ব'লে কলেজের ছাত্রটি কি ওই
বৃদ্ধকে বাসের থেকে ঠেলে ফেলল?—উৎকণ্ঠায় আমি
কাল সারাদিন স্কুলে কষ্টে কাটিয়েছি।

বাঁকুড়া জেলার সেই সাহিত্যের কথা থেকে যে মাস্তান বাদ গেছে তার
আমার দরজায় এসে শাসানি কি মনে রাখি আজও!

পিছু হটতে হটতে আজ পিঠ এসে ঠেকেছে দেয়ালে।
তবু লিখব, 'শেষ নেই আমার মৃত্যুর; কোনো শেষ নেই আমার স্বপ্নের।'

কেঁদুয়াডিহির মাঠে

সরু শাদা আলপথ; রেবা আর আমি হেঁটে যাই
দু'পাশে থোড়ের ধান মাটির জলের গন্ধ—তাই
মনে পড়ে ছোলাডাঙা মনে পড়ে কাঁটাবনী আর
দুজনেই অন্যমনে হাত ধরি হয়ে যাই পার
টাল সামলে সরু পথ শীর্ণ সাঁকো, কিছুই বলি না—
কেঁদুয়াডিহির মাঠে চেয়ে থাকি, কোনো কিছু পড়ে আছে কিনা
চেয়ে দেখি, কিছু নেই, সব তুলে নিয়েছে আকাশ
তারায় তারায়, ওই মাঠ থেকে, শত শত চুম্বনের রাশ।

এই শ্লোক শ্লোকোত্তরা

যাকে ভালবাসি তার বিষটুকু শুষে নেব ঠোঁটে
সমস্ত আঘাত তার ফুল ক'রে হাত তুলে দেব
যে কেনো মৃত্যুর মূল্যে তাকে আমি বাঁচাবো বলেই
এই লেখা এই শ্লোক শ্লোকোত্তরা এত সর্বনাশ।

মৃত্যু

এখনি এসো না তুমি আর একটু সময় দাও আর
আলস্যে থাকবো না ব'সে, লিখে রাখব তোমার মহিমা
শ্যামের সমান ব'লে, লিখে রাখব তুমি সত্য সবার উপরে।
গ্রহণ করিনি? বহু অপমানে লাঞ্ছনা? এ অধর্মের জলে
সানন্দ স্নানের নীলে? কতোবার মরেছি জীবনে—
তাহলে ব্যস্ততা কেন! দেখো আর হাতের মুঠোতে
ছেঁড়া পাতা শুকনো ঘাস ভাঙা ছবি কিছুই রাখব না
শুধুমাত্র আরো একটু দেখতে দাও, মাটির পৃথিবী
আলো হাওয়া ভুল পাপ পুণ্যের বেদনা
আরো একটু দেখতে দাও যা দেখার আকাঙ্ক্ষার জলে
আমার দু'চোখ ভেজে আজীবন আমার হৃদয় যায় গ'লে।

তেমনি আছে

আর কি দেবে শরীরকে তার মিটবে না যে খিদে!
রাইকিশোরী, তাকিয়ে দেখ তেমনি কিশোর মন
তেমনি আকুল পিপাসা তার তেমনি ব্যাকুল জিদে
পেতেই আছে হাত দু'খানি ধুলোর বৃন্দাবন।

তেমনি ঝরে শ্রাবণ আজও তেমনি কদম কেয়া
তেমনি কাঁদে বাতাস কালো রাতের নদীতীরে
একটি চুমোয় ওষ্ঠপুটে সাগর শুষে নেয়
মুহূর্তটি তেমনি আছে দুটি জীবন ঘিরে।

অবসান

এই ভালো এই নীল অবসান শুধু বিকেল
এই আলোর এই গড়িয়ে যাওয়া নদীর জলে
ফুরিয়ে যাওয়া দিনের গল্প ছায়ার ভিতর
ক্লান্ত ডানায় এই ফেরা তার জীর্ণ বাসায়
ওই পাখিটির, গন্ধটুকুর অনুপ্রবেশ
ফুলের মধ্যে পাতার মধ্যে যেমন কান্না
আমার গলায় যেমন দুঃখ একলা তারার
এই ভালো এই আঁধার মুছলো সকল চিহ্ন
ঘুচলো দিনের তাপ অপমান, ছোট্ট পিঁপড়ে
যেমন ঘুমোয় তেমনি আমার দুচোখ জড়ায়
ভালবাসায়! ভালবাসায়! ভালবাসায়! হে অবসান!

এখনো

এখনো আকাশ জুড়ে মেঘ করলে দুয়ারে তোমার
করাঘাতে বেজে উঠি বৃষ্টি পড়লে ঝ'রে পড়ে যাই
রোদ্দুরে আমার গান তোমারই উদ্দেশে মেলে ডানা
এখনো তোমার নামে গুনগুনিয়ে ওঠে বুকে হাড়
চমকে উঠি শুকনো পাতা হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেলে
এখনো রেখেছি চেপে ভালবাসা দলিত মথিত ভালবাসা
ম্লান ম্রিয়মান ফুল অবসন্ন স্বপ্নের কোরক
ধুলোতে বালিতে ঢাকা কাগজ কাচের পট স্ফুলিঙ্গের স্মৃতি।

পৌত্তলিক

এই যে আঘাত এই অপমান, এর ভেতরেও মূর্তি তোমার!
এই যে হাওয়ার নীল হাহাকার, সেও কি জানায় তোমার বার্তা!
হাত রাখি সেই চিহ্ন মুছতে চোখ রাখি যেই খুঁজতে শান্তি
অমনি আকাশ স্মৃতির তারায় তারায় তারায় উদ্ভাসিত!
পৌত্তলিকের এমন শাস্তি? নিরঞ্জনের নীল ভেসে যায়
চারপাশে তার তোমার স্পর্শ জড়ায় ছড়ায় গড়ায় মৌন
আর দেরি হয় ফিরতে আমার আর ভারী হয় আমার কান্না
বুদ্ধিতে কুলোয় না কিছুই কোথায় শুরু কীই অবসান
কী যে আঘাত কী অপমান—ব্যাকুল আমার শীর্ণ সত্তা
কাঁপতে থাকে ঝড়ের মুখে পাখির মতো পাতার মতো ছিন্নভিন্ন
এই কি তোমার শান্তি তোমার ভূর্ভুবস্বঃ ব্যাপ্ত শান্তি?
পৌত্তলিকের বুদ্ধি কি নেই? ভালবাসার মুক্তি কি নেই?
মুক্তি কি নেই হে নিরবয়ব হে ব্রণরহিত অপাপবিদ্ধ!

আজ

আজ আর অন্যভাবে কোনোকিছু বলতেই পারি না
সমস্ত শব্দের মধ্যে তুমি এত ওতপ্রোত যে তোমাকে ছাড়া
স্পষ্টভাবে অন্যকিছু বলা বড় মুশকিল আমার।
তাই দূরে যেতে গিয়ে ফিরে আসি জানালায় বসি
দেখি চিত্ত পরিপূর্ণ ক'রে আসে প্রতিটি সকাল সন্ধেবেলা
গাছে গাছে পাতা ফুল পাখির আনন্দ রোদ হাওয়া
প্রতিদিন কী নতুন বার্তাবহ পরিপূর্ণ দীপ্যমান সব
কোথাও বিরোধ নেই কোথাও সংঘর্ষ নেই গ্লানিহীন দিন
জীবন কী মহিমায় উদ্ভাসিত সুখ ও দুঃখের দুটি হাতে।

ছুটি

একদিন একজন যুবকের কোনো ছুটি ছিল না জীবনে
অফুরাণ প্রাণ ছিল দুপুরের শুষে নেওয়া ছিল।
সন্ধ্যা প্রায় নেমে আসে প্রান্তরে প্রাচীনতম ছায়া—
তবু ক্লাশ, ঘণ্টা বাজে ঘণ্টা বাজে ঘণ্টা বেজে যায়।

বিকেলে

এর কোনো মানে নেই, এভাবে দু'হাতে ফেলে যাওয়া
এর কোনো মানে নেই, এভাবে ফেরাও শূন্য হাতে
এভাবে আসা ও যাওয়া নিরর্থক, তবু কাঁপে ডানা
শীত আসে শাদা হাড়ে ধুলোতে বালিতে পথে পথে
আর মিছেমিছি শুধু দেখা হয় ভালবাসা হয়
নির্জন সৈকতে ভাঙে অভিমান ফেনায় ফেনায়
এর কোনো মানে নেই এর কোনো মানে নেই তবু
এই দুঃখী বিকেলের খুব কাছে চুপচাপ বসি।

সকাল

আস্তে আস্তে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হচ্ছে তোমার মুখ
আলো ফুটে উঠছে একটু একটু ক'রে সকাল হচ্ছে
ঘুম ভাঙছে পাখিদের ডালপালার স্নিগ্ধ পৃথিবীর
মিলিয়ে গেছে অন্ধকার রাত্রি কখন ঘুমের মধ্যে টের পাইনি
আমি জেগে থাকিনি আমি জেগে আসিনি
তবু পৌঁছে গেছি একসময়, গায়ে মাথায় সুগন্ধী বাতাস
স্নান করিয়ে দিচ্ছে অপার্থিব আলোর ঝর্ণা
কানায় কানায় ভরিয়ে দিচ্ছে আনন্দ আর শান্তি
কী মধুর কী মধুর হয়ে উঠেছে পথের ধুলো ছেঁড়া পাতা
কোথাও আজ মালিন্য নেই ক্ষয় নেই ক্ষতি হয়নি কিছু
সমস্ত চৈতন্যলোকে আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছো তুমি
স্পর্শ করছো আমাকে সংগোপনে আমাকে ডাকছো
ব্যাকুলতর আমার সত্তা মধুরতর ছন্দে বেজে উঠছে
শুকনো ঝ'রে পড়া পাতায় তোমার কবিতা পড়ছি
আলোর ডানায় ঝ'রে পড়া তোমার কবিতা শুনছি
উঠোনে শিউলির রাশি রাশি কবিতা উপচে পড়ছে।

ধ্যান

কোথাও রয়েছে সেই চাঁপা ফুল চূর্ণ ফাগ শীৎকারের কণা
তাই স্মৃতি ঘিরে ধরে তাই রাত্রি ফিরে ফিরে করে অন্যমনা।

একদিন

সব শান্ত হয়ে আসে শান্তি নেমে আসে একদিন।
তখন সমস্ত নদী নির্জন নীরব হয় সমস্ত আকাশ
নেমে আসে মৃত্তিকার মায়াপটে, আনন্দ-পাখিরা গান গায়
জ্যোৎস্নায় লাঞ্ছনা ক্ষত মহৎ শিল্পের মতো স্থির
সব দুঃখ অপমান মুছে যায় গাঢ় নীল স্রোতে—
অভিমানহীন একা নির্বিকার উদাসীন একদিন দেখা হয় ফের।

জবা

কখনো সহসা যদি মনে পড়ে, দেখো, সেই পুরনো আকাশ
কিছুই রাখেনি ধ'রে। কতো মেঘ বৃষ্টি ঝড় ধুলো
কিছুই রাখেনি ধ'রে। এই নদী নিরঞ্জন জলে
কিছুই রাখেনি ধ'রে। শুধু একই টকটকে জবার
ফোটার বিরাম নেই প্রাচীন শাখায়, প্রশাখায়।

যেকোনো স্বপ্নের মধ্যে

যেকোনো স্বপ্নের মধ্যে আমি ব্যাকুল হয়ে ঘুরে মরি
পথ থেকে পথ সকাল থেকে রাত্রি সারাজীবন
কখনো একা কখনো রেবাকে নিয়ে—
জেগে উঠে স্বস্তি জেগে উঠে শান্তি
স্বপ্ন আমি দেখতে চাই না, তবু ঠিক ঘুমের অভাবে
ওরা ঢুকে পড়ে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় পথে পথে
আমার স্নান হয় না খাওয়া হয় না গান হয় না—
যেকোনো স্বপ্নের মধ্যে আমার অনন্ত জন্মের হাহাকার
আকাশ ও মৃত্তিকার ব্যবধানে বাজতে থাকে কেবল বাজতে থাকে।

ছোলাডাঙা ও চোদ্দশ সাল

আমি তো 'তেরশ' দেখেছি কিভাবে তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে
'চোদ্দশ' তুমি শবদেহ তার সৎকার করো শুধু
'পনেরশ' এলে তারপর হুহু 'ষোলশ' .... সতেরো ধূধূ
কেবল কুড়োই শাদা ক'টি হাড় কবিতায় ছাই বেছে।

ছুটি হলে

আরও যাব ছুটি হলে রেবা আর আমি একদিন
গৌরবাটশাহী, তুমি ভালো আছো? ভালো থাকো, যাব।
সফেন তরঙ্গগুলি ক্লান্তিহীন শুধু ভেঙে পড়ো
সারাদিন সারারাত বারোমাস হাজার বছর—
মনে আছে আমাদের? রেবা আর আমি ব'সে আছি
কতোদিন হেঁটে হেঁটে হেঁটে হেঁটে গেছি বহুদূর
যেখানে যায় না কেউ হাওয়া ছাড়া হু হু হাওয়া ছাড়া
আরও যাব ছুটি হলে, দুবার দরজা বন্ধ ছিল
এবার কি খোলা থাকবে? না থাকুক মন্দির চাতালে
ব'সে থাকা সন্ধে বেলা চক্রতীর্থ থেকে আসবে হাওয়া
শুষে নেবে স্বেদ শ্রম, প্রারব্ধের পর্যাকুল সিঁড়ি
আমাদের পৌঁছে দেবে অনঘানন্দের কাছে ঠিক
ছুটি হলে চ'লে যাব, ছুটি হলে এখানে থাকব না।

বয়স

বলবো না আর জীর্ণ পাতার ছড়িয়ে পড়া পথের ধুলোয়
ছিন্ন ডানার ব্যথায় পাখির দুঃখ এবার বাদ দিয়েছি
লিখবো না তার আর না ফেরার শূন্যতা এই একলা ঘরের
দেখবো না ধূপ পুড়ছে, পুড়ুক নিরভিমান, সময় কোথায়
আর দাঁড়াবার জ্যোৎস্না ভেজা বকুলতলায় দেখতে তাকে
সময় কোথায় স্তব্ধ নদীর বিকেল বুঝে ব'সে থাকার
এক ধরনের শিথিলতায় এখন কিছুই ভালো লাগে না
অনাবশ্যক অন্বেষণে দিন গিয়েছে রাত গিয়েছে
হয়নি কিছুই হয় না কিছুই পথের পাতার ঝড়ের পাতার
হয় না? কোথাও ঠিক আছে তার নিরাবরণ জন্ম মৃত্যু
তাই ফেরে ওই শীর্ণ ফড়িং ঘাসের বনে, বৃষ্টি বিন্দু
তাই ঝরে ওই মেঘের চোখের কোল বেয়ে এই পথের ধুলোয়
বয়স বাড়ে অপরিণাম বয়স বাড়ে বয়স বাড়ে
জন্ম থেকে মৃত্যু থেকে জন্ম থেকে মৃত্যু আমার
অনবসান অপেক্ষাতে ব্যঞ্জনাহীন বয়স বাড়ে।

তোমরা থেকো

আমি আমার নিজের মতন
আমি আমার মতন একা
এর মুখে ওর মুখে এবং
তার মুখে তাকাইনি, কেবল
তোমাকে খুব ভালবেসেছি
তোমাকে খুব ভালবেসেছি
তোমার কথা তোমার ব্যথা
তোমার শব্দ তোমার ছন্দ
কেবল তোমার শব্দাতীত
স্পর্শাতীত ভালবাসায়
সকাল দুপুর বিকেল হলো
সন্ধে হবে রাত্রি হবে
শুধু আমার একলা আমার
ভালবাসায় ভালবাসায়
একটি জীবন নিঃস্ব হবে
তোমরা দেখো তোমরা দেখো
উপেক্ষা নয় অপেক্ষাতে
তোমরা থেকো ভালবাসার।

এই তো ভালো

এই যে এলাম এই যে গেলাম
এই যে কেবল আঘাত পেলাম
অন্বেষণে হন্যে হলাম তোমার জন্যে
এই তো ভালো এই তো আমার
দুঃখী দুপুর ফিরে পাবার
পথটি সরল তাকিয়ে রইল।

এবার একটু ব্যস্ত থাকবো
মেঘলা আকাশ ঝাপসা নদী
এবার একটু ব্যস্ত থাকবো
দুঃখী বিকেল অশ্রুবিন্দু
এবার একটু ব্যস্ত থাকবো
হে অপমান হে অভিমান
তোমরা থাকো ফিরবো আবার
পথের ধুলো বুকের কষ্ট।

এইভাবে

এইভাবে কবিতায় যদি থাকা যেত সারারাত
যদি তার জলভার বুকে নিয়ে চলে যাওয়া যেত
ভুলে থাকা যেত কষ্ট অপমান পথের বেদনা।
কবিতার এ শ্মশান ঢের ভালো গার্হস্থ্যের থেকে
শব্দের অঙ্গার কলসী ভাঙা খাট শাদা কালো হাড়
শব্দের ভয়াল হায়না অন্ধকার তীক্ষ্ণহিম হাওয়া
শব্দের গাছপালা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ভূতুড়ে নিঃশ্বাস
সমস্ত শরীরে মেখে জেগে ধ্যান তান্ত্রিকের মতো
শব্দের আকণ্ঠ মদ্য পান ক'রে অঘোরীর মতো
যদি রাত্রি ছিঁড়ে খুঁড়ে আনা যেতো একটি সকাল!

মৌন ট্রেন

আরও একলা হবো ব'লে চ'লে আসি তোমাদের ফেলে
শাদা পাতা ভাঙা নিব দুমড়ানো খাতা ও ছেঁড়া বই
আঁকাবাঁকা আলপথ মজা খাল ফণিমনসা সাপের খোলস
প্রাচীন অশ্বত্থ জ্যোৎস্না চমকে ওঠা চিরস্থায়ী রাত
কোঠাবাড়ি উপচে পড়ছে আনন্দের বেহালা পাঁজরে
বাইরে ঘন গল্পরাত অন্ধকার মাথা খুঁড়ছে হাজার জোনাকি
কিছুই রাখিনি কাছে, হাত নেড়ে বিদায় দিয়েছি

মোবিদ্ধ কলেজ স্ট্রীট পাইপগানের মতো শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন
মাটি খুঁড়লে মরচে পড়া তবু তপ্ত এখনো দু'হাতে উঠে আসে
মার্কাস স্কোয়ারে বুদ্ধদেব বসু আমাদের
অভিশপ্ত করছেন
ময়দানে 'বদসি যদি'
মন্দিরা বাজিয়ে নেচে এই হাত ধ'রে গেয়েছেন
সুনীল কি? কিছু মনে পড়ে না আমার

এরকমই রীতি তাই ধুলো জমে পলি পড়ে ঘাস হয়ে আসে
আর এক দুঃখের ছায়া পায়ে পায়ে ঘোরে ফেরে মানুষ জানে না
মানুষ জানে না সব চমক রাংতায় মোড়া কোনো ছবি রাখে না আকাশ
যেতে যেতে ম'রে যায় সব নদী সঙ্গম-সফল হয় না জানি
জীবনের সব গল্প ঝ'রে যায় পড়ে থাকে পালক রক্তের ছিটে ছাই
জাতিস্মর যৌবনের দুটি একটি প্রিয় পংক্তি শুধু
নিষিদ্ধ তর্জনি হয়ে ঠোঁটে আসে তোমাদের রাজধানী এলে
বিদায় জানানো প্রথা নেই ব'লে একা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাই
দেরি আছে, রাত ন'টা পনেরোয় বাঁকুড়া যাবার মৌন ট্রেন।

দুঃখ

তোমাকে সবাই ফেলে চলে যায়, আমি এসে বসি
টেবিলে দুজনে একা মুখোমুখি, পাশাপাশি হাঁটি
পুরনো পথের প্রান্তে প্রাচীন তরুর ছায়া শুধায় কুশল
হেসে ওঠে শাদা কাশ হাত নাড়ে 'কী হলো গো' পাখি
আমরা বলি না কিছু মাঝে মাঝে হাতে হাত ছুঁই
মাঝে মাঝে অকারণে আমাদের চোখে আসে জল।

এখন আমার

বিপজ্জনক বাসের বাঁকে এই যে রোজই ফুরোচ্ছে পথ
ব্ল্যাকবোর্ডে চকখড়ির মতো ক্ষয় হয়ে যায় এই যে আয়ু
ছায়ার ভিতর জমছে ছায়া চতুর সময় দেয় না ফাঁকি
এই যে পথে কিসের আশায় একলা এমন দাঁড়িয়ে থাকি
টিটকিরি দেয় গিরগিটি আর ব্যঙ্গ করে ফিচেল হাওয়া
এই কি নিয়ম এই কি রীতি একভাবে ঠায় সমস্ত যায়
হাতের বাইরে চোখের বাইরে অনন্যোপায় অনন্যোপায়
মন কেমনের কষ্ট এখন পাঁজরতলে লুকিয়ে রাখি
নির্বিকারের নিপুণ ছলে একটি গোপন চিঠির মতো
একটি অকূল অনবসান দুপুরবেলার কথার মতো
বৃষ্টি পথের ধুলোয় লুটোয় আমার যে আর ভেজা হয় না
ট্রেনের বাঁশি রোজ ডেকে যায় আমার কোথাও যাওয়া হয় না
গোপন শিকড় অবচেতন মাটির তলে নেমেই চলে
আমার বাড়ি ছোলাডাঙায়? আমার বাড়ি নতুনচটি?
নিরুদ্দেশের বন্ধু লেখে হঠাৎ চিঠি আমার নামে
ভাসায় ভেলা দুপুর বেলা কোথায় কে সে আমার নামে
কিছুই আমার মনে পড়ে না কিছুই আমার মনে পড়ে না
কোথায় যেতে যেতে কোথায় এসেছিলাম কোথায় যাব
কার অপমান আঘাত এমন টুকরো ক'রে ছড়িয়ে গেছে
মনে পড়ে না মনে পড়ে না আমার হাজার জন্ম-মৃত্যু।

অমল প্রাসাদ

আমরা পেয়েছি বাস্তু গার্হস্থ্যের সন্ন্যাসের ডেরা
তুমি বানিয়েছ ব'লে পেয়েছি চাল ডাল অগ্নিকণা
রোগে শোকে সুস্থতায় আনন্দে সুন্দর কাটে দিন
শরীরের সব স্বাদ মনে নিয়ে চমৎকার আছি।
অমলপ্রাসাদ ছেড়ে তুমি পথে পথে যে বেড়াও
সে তোমার আত্মত্যাগ সে তোমার অত্যাগসহন।
আমরা অলিন্দে ঘুরি জলবিন্দ ছাদের কার্ণিশে
হাতে ছুঁয়ে দেখি মেঘ মস্ত মস্ত জানালায় হাওয়া
ভূমধ্যসাগর থেকে ছুটে আসে দরজায় খিলানে

শাদা পাথরের মেয়ে চিত্রার্পিত ফোয়ারার জলে
পর্যাকুল সিঁড়ি মুখে পাথরের ভয়ঙ্কর চিতা
স্টাফ করা সিংহ মুখে রক্তময় হিংস্রতাও আছে
আছে গান সারারাত ভীষণ সুন্দর কারুকাজে
যে সুর ডানায় দমবন্ধ ক'রে ফেটে যায় বুক
মৃত্যুর দাক্ষিণ্যহীন অমলপ্রাসাদে জেগে থাকি
তোমাকে পেতেই কবি, তুমি যেখানেই খুশি যাও।

পাথর

পাথরেরও প্রাণ আছে চৈতন্য বিস্তৃত হয়ে আছে।
তাকেও দেখেছি দুঃখে স্তব্ধ হতে বেদনায় স্থির হতে ধ্যানে
কি জানি নেমেছে সেও নদী জলে কেন অত ঢালু হয়ে একা
কি জানি আমার সঙ্গে অভিমানে সে আর বলে না কেন কথা।
তারারা আকাশ থেকে নেমে তার কাছে এলে নদী
পাথরের হাত ধ'রে গান গায় যে গান লিখেছি আমি কবে।

আমার সমস্ত ভুল পাথর রেখেছে বুকে ধ'রে
সহস্র স্মৃতির ফুল পাথর রেখেছে বুকে ধ'রে
অবসানহীন অশ্রু ও পাথর জমাট করেছে বুকে ধ'রে
মৌন অবনত ম্লান শুয়ে আছে স্বপ্ন বুকে ধ'রে
—সমস্ত আমার।

পাথর, আমাকে দাও ওই সহিষ্ণুতা ওই ধ্যান।
পাথর, আমাকে দাও তোমার মতন শুদ্ধ প্রাণ
অন্তত তোমার মতো মিথ্যাহীন ছলনাবিহীন হতে দাও।

মুক্তি

এখনো মুক্তির জন্যে ঊর্ধ্বপদ হেঁটমুণ্ড চলি
তথাগত বুদ্ধ মূর্তি চড়া দামে বিক্রি হয়ে যায়

ও বাড়ির মেজ বউ দমবন্ধ ক'রে তার শতচ্ছিন্ন সংসারখানিকে
কেবলই সেলাই করে—
মুক্তি ও বন্ধন এসে হাসে।

সেইভাবে আজ

যেমন ভাবে জাতভিখিরির হাত পাতা রয় পথের ধারে
তেমনি ধারায় জীবন গেল। একমুঠো চাল একটি পয়সা
বুভুক্ষু কী করবে নিয়ে? হেলাফেলার টুকরোগুলি
থাকুক পড়ে পথেই নামুক বৃষ্টি সজোর ভাসাক সবই
উড়ুক ঝড়ের ছিন্নপাতা উড়ুক ধুলো যেমন ইচ্ছে
জাতভিখিরির পথ মুছে যাক ঘর ভেঙে যাক গাছতলার ওই
তার কি আবার মান অভিমান তার কি আবার দুঃখ কষ্ট?
জীর্ণ শরীর থাকুক মাটির খাক না দুচোখ ছোট্ট পিঁপড়ে
ওর কি কোথাও আত্মা টাত্মা ন হন্যতে এসব ছিল?
খিদের আগুন তৃষ্ণা ছাড়া ওর কি কোথাও স্বপ্ন ছিল?
থাকতে পারে ওদের? এসব জাতভিখিরির মানায় নাকি!
যেমন ভাবে পথের পাতার অপরিণাম ছন্দ থাকে
সেইভাবে আজ বাজাও তাকে ওড়াও পোড়াও নষ্ট করো।

আমার জন্য

এ শুধু আমারই জন্য, শরীর জানে না এর মানে
আত্মা নাকি নির্বিকার; এ শুধু আমারই ভালবাসা
আকাশকে নীল ক'রে নিরঞ্জন শূন্য রাখেনি সে
হাওয়াকে দিয়েছে শব্দ শ্রবণসুভগ কিছু কথা
এ শুধু আমারই জন্য জন্ম আসে মৃত্যু আসে যায়
পথে পথে ঝ'রে থাকে ফুলের মতন স্মৃতিগুলি
দুঃখকে দুঃখের মতো নিয়েছে আমার এই মন
অন্য কিছু অর্থ তার জানা নেই সমন্বয় কোনো

মাঝে মাঝে মনে হয় অস্পষ্ট ব্যাকুল কোনোকিছু
পিছু পিছু যেন আসে যেন চমকে গেলে থেমে যায়
আমারই ব্যথার মতো যেন তার জলভার মেঘে
আমারই কষ্টের মতো যেন তার আশ্চর্য মর্মর সজলতা
যেন কিছু নষ্ট হয়নি সব তার দুটি হাতে আছে
সব ক্লান্ত দুটি চোখে আছে আমি অনুভব করি
আমার ব্যর্থতা ভুল অক্ষমতা আসক্তির ধান
কিছুই ঝরেনি যেন কোনোদিন বৃষ্টি মুছে দেয়নি কিছুই

ইতরজনের মধ্যে

যেই তোমাকে ছেড়েছি সেই হাজার রকম ফ্যাকড়া এলো।
কোথায় কাকে আসতে ব'লে মনে পড়েনি থাকার কথা
কোনখানে কার উঠছে বাড়ি ইট কে দেবে সস্তা করে
জল আসেনি দুদিন কলে বর্গাদারে দিচ্ছে না ধান
যেন আমি মন্ত্রীমশাই, ব্যাঙের ছাতার সম্পাদকে
পদ্য ছাপায় বিষণ্ণতার এই যথেষ্ট, ইশকুলে যাই
ছাত্র পড়াই, এর বেশি কি, টিউশানিতে মন রোচে না
মন রোচে না সব কাজে তাই তোমার সঙ্গে ছিলাম, এখন
মেলায় যাব গ্রামের পথে ঘুরব ফিরব একলা নদী
পেলেই জলে নামব খানিক কিশোরবেলার ফিচেল ফিঙে
বাবলাবনে খুঁজব ঘাসের জঙ্গলে সেই গঙ্গাফড়িং
শালবনে সেই তুমুল বৃষ্টি আবার বোধহয় নামল আমার
হরেক রকম ব্যস্ততা আজ, চকখড়িতে 'বাইরে' লিখে
একলা ছাদে সন্ধেবেলায় ভাব জমে যায় তারার সঙ্গে
বুলুর সঙ্গে রাকার সঙ্গে বাবার সঙ্গে আড্ডা দারুণ
এখন জমে ধ্যানের চেয়ে জ্ঞানের চেয়ে সহজ সরল
ব্যঞ্জনাহীন জীবন যাপন সুখকে সুখের মতন দেখা
দুঃখকে দুঃখের মতো এই দেখতে পারা কঠিন বোধহয়
তাই এতকাল শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে ঢাকতে বিকেল হল
তাই এত কাল সন্ধ্যা সকাল ধূপধুনোতে কাশতে হল
এখন কেমন ছড়িয়ে গেলাম জড়িয়ে গেলাম কুঠরি ভেঙে
লতায় পাতায় সংসারে সব সকল রকম গল্পে স্বল্পে
এই তো আমার মুক্তি তোমায় ইতরজনের মধ্যে পেলাম।

ইচ্ছা

অভ্যস্ত পাপের জন্যে অপরাধবোধ নেই কোনো।
মানুষ যে দীক্ষা নেয় ধর্মের নিশান হাতে তোলে
ভয় থেকে মুক্তি চায় তবু তাকে গ্রাস করে খরা
তবু ভেসে যায় গ্রাম বাস্তু ও অপাপবিদ্ধ শিশু।
বস্তুত ঈশ্বর ইচ্ছা ছাড়া একটি পাতাও নড়ে না।
তাই আজ স্নায়ুহীন মুণ্ডহীন অন্ধ ও বধির এত বেশি?

সমস্ত শিশুর জন্য

তোমাকে বিদায় দিয়ে সদরের দরজা বন্ধ করি।
সংসারে জমেছে ধুলো ছেঁড়া স্বপ্ন ভাঙা প্রতিশ্রুতি
দেওয়ালে মেঝেতে ক্ষয় মনে ক্ষত শুকনো নিব স্মৃতি
মেঘলা বিকেলের ঝাপসা অস্পষ্ট বেদনা
সব কেমন থমকে আছে চমকে চেয়ে পরস্পর মুখে।
এসব কি লেখা ভালো এসবে কি এসে যায় কারো
কে কাকে বিদায় দেয় ফিরে আসে ক্ষতকলেবরে
ধুলো ঝাড়ে বই থেকে পুরনো বিবর্ণ সেই কথা
সন্তানের দুধে ভাতে থাকার প্রার্থনা ঝুঁকিহীন।
দাম বেড়েছে এত বেশি শুধু মানুষের দুঃখ ছাড়া
শুধু মানুষের মৃত্যু অপমৃত্যু ছাড়া সব মহার্ঘ এখন
বর্গাদার মহাজন সমাজবিরোধী গণনেতা
সন্ন্যাসীও ঝুলি ভরে গার্হস্থ্যের স্বপ্ন চুরি ক'রে!
ধর্ম ও রাজনীতি আর এত নষ্ট হয়নি কখনো।

দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে চুপচাপ কি থাকা যাবে আজ?
চুপচাপ কি বসা যাবে নিজের একান্ত কাছাকাছি?
প্রার্থনা কি করতে পারব ঃ যেন থাকে দুধে ভাতে থাকে
আমারই সন্তান নয়, সব শিশু, নরমেধ যজ্ঞ শেষ হলে!

নেপথ্য

এসব পুরনো গল্প ফিরে ফিরে আসে আর যায়
যেন লক্ষ রজনীর মঞ্চ সফলতা নিয়ে তুমুল নাটক
দুঃখের সুখের দৃশ্য মুখোমুখী তুলিতে কলমে আঁকা পটে
তার জন্যে হাহাকার মনস্তাপ আত্মহননের এই খেলা
তার জন্যে ব'সে থাকা তার জন্যে যৌবনের ভুল
রক্তক্ষত ভালবাসা বার বার অন্য চেহারায় অন্য নামে
আদিম নেপথ্য শুধু অন্ধকারে মুছে ফেলে সব
ক্ষয় ক্ষতি ঘৃণা প্রেম সফলতা ব্যর্থতা যা কিছু।

বৃষ্টি

ধর্ম আজ অযোধ্যায় তাই গৈরিকতাহীন পশম কার্পাস
বাংলার বাউল শুধু চোখে পড়ে সোনামুখী গেলে
তাও মোচ্ছবের রাতে, আশ্রমের তারে ঝোলে শাড়ী
দাস ক্যাপিটাল পড়ে মোহন্তের মেজ ছেলে গ্রামে
চব্বিশ প্রহর হয় না কথকতা রামায়ণ রাস
পঞ্চায়েত সদস্যের ভাষ্যে কাঁপে খড়ের আটচালা।

শুধু জীবনের ধর্ম ক্ষুধা অর পিপাসা অনড়
অন্ধকার হয়ে ঝোলে গাছে গাছে প্রতিটি ভিটেয়
ঈর্ষায় ও প্রতিশোধে চ'রে খায় ঢের বাস্তু ঘুঘু
জ্যোৎস্নার পিচ্ছিল বাঁকা আলপথে শহুরে বারুদ
বানান ভুলের 'স্বাক্ষরতা' জ্বলে মাটির দেওয়ালে।

আজ খুব বৃষ্টি হবে নিদ্রায় নিহত গ্রামে গামে।

গল্প নয়

এসব সামান্য গল্প নিজস্ব কাহিনী তবে সবই
সত্যি; তুমি পড়ো; হয়তো কোনো কাজে লাগবে না
সবই কি তোমার খুব কাজে লাগে, অনেক রাতের
গাছের পাতার থেকে ফোঁটা ফোঁটা জ্যোৎস্না কাজে লাগে?
এ গল্পে রোমাঞ্চ নেই চাবুক-চমক নেই উৎকণ্ঠা বিহীন
একা নিচু ভীতু একটা মানুষের দুঃখ আছে শুধু
চতুর মানুষ তাকে ঠকিয়েছে উবু হয়ে বসেছে সে আজ
বিকেলের পথে একা বাস্তুহীন জমি জমাহীন
শহরে যাবে না কিছু ভিক্ষে নিতে গ্রামে দয়া নিতে
বসে থাকবে পথে একা পাগল সবাই বলবে তাকে
তার কোনো অভিমান অভিযোগ নেই আজ কিছু
সমস্ত শরীর জুড়ে সীমাহীন শোষণের কালো কালো দাগ
সমস্ত সত্তায় তার শুষে খায় স্মৃতিবিষ ধর্ম ঝ'রে যায়
অদাহ্য আত্মায় তাই হাত পাতে এ পথের ধুলো
ছুঁয়ে যেতে চায় হাওয়া নিজেকে জুড়িয়ে নেবে বলে
পাতার গা বেয়ে পড়ে অন্ধকারে বিন্দু বিন্দু জল।

ভুল

জানি না কে শুষে নেয় সব দুঃখ মুছে নেয় জল
কে দেয় প্রাণের মধ্যে বাঁচার আনন্দ কণা কণা
উন্মাদ হাওয়ায় জ্বালে জ্বেলে রাখে কাতর প্রদীপ
স্পর্শাতীত কাছে থাকে, ব্যথিত বিষণ্ণ তার মুখ?
ঘুমন্ত গভীর রাতে ভালবাসা বুক থেকে ভেসে
ভেসে ভেসে চ'লে গেলে সে কি তবে নদী হয়, যমুনা আমার?
দিবসের অপমান সন্ধ্যার তারাটি হয়ে জ্ব'লে যায় সারারাত তবে!
এত জল এত ঝড় তবু কেন অগ্নিময় বিশ্বাস ভাঙে না
পুরনো অভ্যাস বশে করজোড়ে জীবনের পাশে
দাঁড়াই নীরবে কোনো ভাষা নেই পিপাসাও নেই
দেখি দুটি ছোট হাত ভ'রে গেছে দুঃখের ফসলে
দেখি দিশেহারা ফুল ফুটে আছে প্রেমে অভিমানে
কিছুই বিনষ্ট হয়নি কিছুই বিনষ্ট হয় না কিছু।

তামাশা

তোমাকে কি দেবো আমি ঠগেরা নিয়েছে সব কেড়ে
ভীরু ভালবাসাটুকু দলিত মথিত ঃ তাকে বলি
ওঠো ধীরে ধীরে ব্যথা মুছে সব ধুলো বালি ঝেড়ে
দেখ কে বিকেলে আজ আকাশে ঢেলেছে রাঙা হোলি

দেখ কে দু'হাতে কতো শুশ্রূষায় তোমার উপুড় দেহখানি
তুলেছে, সমস্ত ক্ষতে ধুয়ে গেছে কার অশ্রুজল
আবার পল্লবে ফুলে ঘাসে ঘাসে কে ভরেছে, জানি
তোমার পৃথিবী, তাকে শুধু হাতে ফিরিয়ে কী ফল?

তোমাকে কে নেবে বলো তেমন সোনার পাত্র কই
মানুষ কি বোঝে প্রেম মানুষ কি বোঝে ভালবাসা
এ বড়ো যন্ত্রণা সখী, এসো তবু অপেক্ষায় রই
সংসার থাকুক নিয়ে চারপাশে চতুর তামাশা।

পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত

আমার কবিতা মুখস্থ ক'রে ছড়াতো কলেজে কবে
পঁচিশ বছর পরও টেক্সাসে লেবরোটারিতে তার
এক আধ টুকরো মনে পড়ে, প্লেনে ট্রেতে চিঠি আঁকাবাঁকা
বাঁকুড়ায় আসে সারা পৃথিবীর ভিজিটিং প্রফেসর
'কবিতার কাছাকাছি একা' সম্ভব হতো না যদি না তার
প্রসারিত হাত সমুদ্র ডিঙে এখানে না পৌঁছোত।

কবিতা গিয়েছে আলপ্‌স পর্বতে নতুন ফর্মুলাতে
পূর্ণেন্দুকে বুঝি না, বুঝেছে অ্যারাসিনো অ্যানটেনা
সে বলেছে আর কবিতা কোথায়, বিজ্ঞানে বহু দেনা
জমে আছে নাকি—, জানে আমেরিকা, ভারতীয় আমি তাতে
কী আছে পুলক, আমার বন্ধু আন্তর্জাতিকতায়
পৃথিবীকে দেবে হৃদয়, কবিতা তারও থেকে তুমি বড়ো?

আমার কবিতা মুখস্থ আছে পূর্ণেন্দুর ঠোঁটে
এবারে পড়েছি মুখ দেখে ওর লুকোনো কবিতা আমি
সেখানে 'আকাশ' দেখেছি কোথাও কোনোখানে নেই 'সারা'
আমি শুধাইনি ওকে কিছু নিজে ও বলেনি কিছু শুধু
দুজনে বুঝেছি প্রেম নেই ঃ হেসে উড়ে গেছে চন্দনা।

অন্তর্জলী

নামিয়ে নিয়েছি চোখ তৎক্ষণাৎ তবু বজ্র বিদ্যুতে আকাশ
ছিন্নভিন্ন, উন্মাদিনী কংসাবতী চণ্ডবেগ ঝড়ে
পরাগসম্ভব বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই—
আমি ফিরে আসতে পারিনি সহজে।
ফেরা কি সহজ এত?
ফেরেনি রঞ্জন এখনো তো
ফেরেনি নিষিদ্ধ নীল দুপুরের চূর্ণ চিলেকোঠা
কলেজ স্ট্রীটের শেষ ট্রাম
সেই হস্টেলের নেমে যাওয়া সিঁড়ি
নামিয়ে নিয়েছি চোখ তৎক্ষণাৎ

তবু অভিশপ্ত হল জল
তবু লেখা হল ধর্ম
লেখা হল পাতালপুরাণ
হৃদি গঙ্গাজলে হল আমাদের অন্তর্জলী শুধু।

যেকোনো আঘাত

যেকোনো আঘাত এসে ঠেলে ফেলে কবিতার দিকে।
অথচ এভাবে কাছে যেতে ইচ্ছে করে না আমার
আমার দুঃখই বেশি তবু মনে হয় মুঠো ক'রে
একটু আনন্দ নিয়ে গিয়ে বসি ঝকঝকে রোদের মতো সুখ
হাওয়া দিক চমৎকার ফুল ফুটুক নীচে একটি নদী
একজন আমার জন্যে অপেক্ষায় বাতায়নে প্রদীপ জ্বালিয়েছে
আমি লিখছি ঃ আর কোনো অন্নহীন বস্ত্রহীন নেই
প্রতিটি হৃদয় আজ আলোড়িত প্রেমে ও প্রীতিতে করুণায়
আমি লিখছি ঃ মানুষের চেয়ে বড় সত্য নেই কোনো

এইসব মনে হয়, এইসব ইচ্ছের টুকরো ঝরে পথে পথে
ধুলোতে বালিতে বৃষ্টি থেমে যাওয়া পাতার গা বেয়ে পড়া জলে
দেখা হয় না দেখা হয় না দেখাই হয় না আমাদের
অথবা দেখতেই পাইনা চোখ এত জলে ভ'রে ওঠে।

যাদুকর

সন্ন্যাসীর ঝুলি থেকে আমারই করোটি বাইরে এনে
তুলে ধরলে বলে আমি নিজে হাতে সর্বস্ব আমার
তোমাকে দিয়েছি।

শুধু শোষণের মন্ত্রসিদ্ধ তুমি আমার আত্মাকে
চুমুকে চুমুকে পান করেছ বলেই এত ক্ষমা
পেয়েছ আমার।

দক্ষ প্রতারক তুমি প্রেম কাকে বলে নিজে জানো না বলেই
সুন্দরের সভাতলে 'যাদুকর' শিরোপায় হাততালি বাজিয়ে
ভূষিত করলাম।

ভুল

বেলা যত বাড়ে তত দ্রুত
ছোট হয়ে আসে তার জাল
জড়ো হতে থাকে যতো কিছু।
এতসব কোথায় যে ছিল!
এসব কোথায় নিয়ে রাখি
ফেলে দিতে এত মায়া লাগে
বেশ বাড়ে ছোট হয় জাল
ছিঁড়েখুঁড়ে যেতে হলে আর
দেখাশোনা ভালো নয় কিছু।
আমার এমন জলভার
তুমি শুধু তুমি সহ্য করো।

ছল

বলেনি কেউ বলে না কেউ সবই
ঘটেছে তবু নিখুঁত নির্ভুল
সকল ব্যথা সকল অনুভবই
নিয়েছে শুষে সূর্য সমতুল

এসব দিন এসব রাত বড়ো
সাধ্যাতীত সাধনাতীত তাই
রাখি না জল শয্যা নেই খড়ও
ধুনিতে জমে অনপনেয় ছাই

শহর থেকে গ্রামেরও থেকে দূরে
এই যে আছি এমন আঙ্গিক
কবিতা খালি চেয়েছে ঘুরে ঘুরে
'আমাকে আরো দু'হাতে তুলে দিক'

কোথায় কাকে কীভাবে বলো বলো—
বলেনি কেউ বলে না কেউ বলে?
সাধনাতীত জীবন টলোমলো
রেবাকে নিতে কী দরকার ছলে?

শিশির

এইভাবে মানুষের কাছে
মানুষ আসে ও যায় আর
স্মৃতি থেকে মুছে যায় পাছে
দুঃখ সুখ সমূহ সংসার

ভেবে ভেবে সারা হয় শুধু
মুঠোতে আসক্তি বীজ রাখে
জন্মের মৃত্যুর মাঝে ধূধূ
মায়াবী কুয়াশা ডাকে তাকে

মানুষ জানে না কোনোখানে
কতটুকু তার অধিকার
একটি পাখির সম্মানে
আকাশ কেঁপেছে অনিবার

দেখেও দেখে না তার চোখ
ওষধি বনস্পতি ধুলো
কিছু নয় মোহিনী নির্মোক
উড়ে যায় শ্লোকোত্তর তুলো

এইভাবে জীবনের পাশে
দাঁড়ায় মানুষ মাথা নিচু
তারায় তারায় ঘাসে ঘাসে
শিশিরের সত্য ঝরে কিছু

দৈবাৎ

মৃত্যুকে শরীর দেব তাই চন্দনের জলে স্নান
তাই চন্দনের অগ্নি অনাসক্ত রাত্রির শ্মশান
জীবনের দাবি ঢের বেশি ব'লে এত শ্রম স্বেদ
এত ব্যর্থ উপাসনা আত্মহননের মেধা বেদ
দিনের কাহিনী তাই ভেসে যায় রাত্রির নদীতে
কৃষকপিতার দেহ জ্বলে ওঠে বীজ বুনে দিতে
অনন্ত প্রাণের দাবি মেনে নিয়ে স্পর্শ এত স্থির
পৃথিবীতে এত আলো এত হাওয়া এমন তিমির
নাচিকেত অগ্নিশিখা স্বপ্নের করোটি নিয়ে হাতে
জীবনের দাবিগুলি নাচে গায় অন্ধকার রাতে

মৃত্যুকে ফেরানো যায় শুধু দেহ দিয়ে আর মন
জীবনের হাতে তুলে দিতে হয় প্রেমের মতন
আত্মা পড়ে থাকে একা নির্বিকার নিরঞ্জন জলে
ছিন্নমূল সংসারের স্বপ্ন পোড়ে দুঃখের অনলে
ব্যক্তিগত বেদনার পাণ্ডুলিপি কবিতার ভাষা
দৈবাৎ দেখায় কিছু ঈশ্বরের কৌতুক তামাশা।

রবিদা বাইরে

টিনের দরজায়
আমার ছোট মেয়ে রাকা
চক দিয়ে লিখেছে
রবিদা বাইরে।

সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত
যারাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে
লেখাটা তাদের চোখে ও মনে লেগে
কৌতূহলী করেছে
এমনকি পূর্ণেন্দু, পূর্ণেন্দ দাশগুপ্ত
আমেরিকা থেকে এসে
থমকে বলেছিল
কথাটা কি দার্শনিক অর্থে?

বৃষ্টিতে রোদ্দুরে হাওয়ায়
চকের সামান্য ক'টা অক্ষর
মুছে যায়নি

আজ সহসা আমার নিজেরও
কৌতূহল হল
ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মনে হল
আমি বোধহয় সত্যিই বাইরে

কোথায়?

সবাই জানে
আমি বাইরে যাই না তেমন
আমার মিটিং মিছিল নেই
কবিসভা নেই
পুরী দার্জিলিং নেই
এক আধজন বন্ধুর বাড়ি ছাড়া

তাহলে?

মনে হল
বহুদিন পর
আমার স্বরচিত স্বর্গের খাঁচাটা
ভেঙে পড়েছে
আর আমি
কখন যেন নিজেরই অজান্তে
বেরিয়ে পড়েছি
মুক্তির নীলে।

যাদুকর

যাদুকর, চিনতে পারো নাকি?
মনে কি পড়ছে কিছু? আমি
দলে আর নেই তবু বাদবাকি
সবইতো তেমনি তোমার দামি

যাদুকর, এখনো দাও এনে
পেয়ারা, পাগড়ী থেকে হাতে?
এখনো ফঙ্গবেনে জেনে
গৃহীদের আশ্রমে যাও রাতে?

যাদুকর, মস্ত তুমি বড়ো
শাদা সব শনের মতো চুল
বহু লোক হচ্ছে দেখি জড়ো
তবু এক দারুণ রকম ভুল—

যাদুকর, ধর্মাবতার প্রভু
সে ভুলের সাক্ষী বলে আজ
আমি তো বহিষ্কৃত, তবু
মাথাতে পড়লো যেন বাজ!

যাদুকর, ভরসা রাখো, দাস
জানলেও তোমার ভানুমতি
কাউকে বলবে না সে, ব্যাস
হবেনা তোমার কোনো ক্ষতি

যাদুকর, দেখাবো পিঠ খুলে
চাবুকের গভীর কালো দাগ?
তবু জয় দিয়েছি ঘাড় তুলে
দু'হাতে ছড়িয়ে লাল ফাগ

যাদুকর, আমার ইহকাল
নিয়েছ, আরেকটা কাল আছে
তোমারও, আর এক যাদুজাল
ঘিরেছে তোমারও চারপাশে!

গদ্যের সভায়

এভাবে বলবার জন্যে আমি তৈরী করিনি নিজেকে
আসলে আমার শুধু শোনবার কথাই ছিল এসে
এ বড় গদ্যের সভা, নিচু গলা, নিজে ছাড়া কেউ
শোনে না আমার কথা, হেসে উড়ে যায় কালো ফিঙ্গে
পরস্পর কথা বলে কাকেরা চেয়ারে পাশাপাশি
সভাপতি প্যাঁচা গোল ঠাণ্ডা চোখে তাকায় কেবল
আর আমার ভয় করে, সত্যি কথা বলতে ভয় করে
আমাকে বানাতে হয় দামি দামি শব্দ ঢোঁক গিলে
ঢেকে দিতে হয় আমার গরিব বাস্তুর ছেঁড়া কানি
মাটির দেওয়াল ভাঙা অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে মেঝেকে
আমার না খেতে পাওয়া সারাদিন লুকোতে লুকোতে
হাঁফ ধরে জীর্ণ কটি পাঁজর ফাটিয়ে ওঠে কাশি
জুৎসই শব্দও ঠিক জানি না লাগাতে, কোনোদিন
আসলে মারিনি তাপ্পি, যেমন তেমনি থাকি, কোনো
দু-তিন নম্বরী আজও জানা নেই সাত পাঁচ জানি না
এভাবে বাঁচার জন্যে তৈরী আমি করিনি নিজেকে

গীতি কবিতা

গীতি কবিতার দিন কবে শেষ মেধাবী ক্ষুধার কালে
এভাবে কি কেউ অসম সাহসে মাটির প্রদীপ জ্বালে?
চাঁদের পাথর ল্যাবরোটারিতে নারীরা বিজ্ঞাপনে
প্রেমের আয়ু তো মোটে এক মাস সতেরো দিনের মনে
ঈশ্বর বড় পুরনো মধ্যযুগীয়, বিপ্লবে কি
এইসব চলে সহজ সরল তরল চটুল মেকী?
প্রত্ন জগতে বীভৎস রসে চলে কি গীতাঞ্জলি
মাধবী কুঞ্জলতা নিয়ে আর চলে না গানের কলি।

তবু একজন আজো ব'সে থাকে গন্ধেশ্বরী তীরে
কথা বলে ক'টি নতুন শ্যামা ও বেনেবউ তাকে ঘিরে
ভালো আছো আজ? শুধায় টগর মাধবী কুঞ্জলতা
ঘুম হয়েছিল? ঝরে যাওয়া ম্লান শিউলিরা বলে কথা

ধ্যানে ডুবে যাও তবে তো ধারণা ঃ দেখে সে অরুন্ধতী
মৌন আকাশ ব'লে উঠে ঃ আহা ঈশ্বরে হোক মতি
গীতিকবিতার দিন চলে গেছে গদ্যের ঘন রাতে
তবু একজন ঝড়ো হাওয়া থেকে প্রদীপ বাঁচায় হাতে।

পাষাণ

একটি কবিতা না লিখতে পারার দুঃখে
এই আদিম সুন্দর জঙ্গলে চলে আসি
অজস্র নামহীন পশুদের সঙ্গে সারা রাত
পান করি নাচ চলে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাই।

একটি কবিতা না লিখতে পারার দুঃখে
এত অজস্র বিবর্ণ কবিতা লিখি
আর ছিঁড়ে ফেলি আর উড়িয়ে দিই হাওয়ায়।

একটি কবিতা না লিখতে পারার দুঃখে
খেতে পাই না পরতে পাই না ইচ্ছেমতন
বাঁচতে পাই না

পাপ করি নরকে যাই সর্বস্বান্ত হই
সুন্দরের পদতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে থাকি
তাঁর স্পর্শেও আমার চৈতন্য হয় না

একটি কবিতা না লিখতে পারার অসাড়তা
ধীরে ধীরে পাষাণ ক'রে তোলে আমাকে

সুন্দর কি কেটে কেটে মূর্তি বানাবে বলে?

ছুটি

আমাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে।

আমি ইশকুল থেকে বেরিয়ে চলেছি
একা
কালো নির্জন পথ

পথের দু'পাশে দীর্ঘদেহী নাম না জানা গাছ
লম্বা লম্বা ভুতুড়ে ছায়া
মস্ত প্রান্তরে গড়িয়ে পড়ছে রোদ্দুর
একটা মালগাড়ীর গুমগুম আওয়াজ
একটু আগেও ঘুঘু ডাকছিল
বিষণ্ণ মন্থর একলা
একটা বুড়ো শেয়াল রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল
শীত করছে
ঝুরি নেমেছে পুকুরের পাড়ের বটগাছে
ঝাপসা কালো জলে ছায়া
পেঁচা ডাকছে এখন
বেলা শেষ হয়ে আসছে মনে হয়
কখন বাড়ি পৌঁছোব?
কেমন যেন ভয় ভয় করছে এখন
কী যেন ভয় চারপাশে
ওই দূরে দেখা যাচ্ছে আমার গ্রাম
অশ্বত্থের চূড়া
ধূসর নদী
আঁকাবাঁকা আলপথ
আমি কখন তোমার কাছে পৌঁছোব, মা?

অসুখ

বহুদিন কোনো চিঠি লেখা হয়নি কাউকে
শব্দের অভাব এত বেড়েছে যে
চিঠি লিখতে গেলেও টানাটানি পড়ছে
বহুদিন কোথাও যাওয়া হয়নি আমার
ফেরার দুঃখ এত বেশি বলে কি
বহুদিন কেউ তেমন আসেনি যাকে দেখলে
হাওয়া বইবে প্রচুর
জ্যোৎস্না ঝরবে মাঠে মাঠে
তারাদের তলায় গান হবে
বহুদিন কেমন যেন অসুস্থ
একটা অসুখ একটা নামহীন অসুখ—

আমি কাউকেই দুঃখ দিতে চাইনি কখনো
তবু আমার জন্যে আহত হয় অনেকে
আমার জন্যে তাদের কষ্ট হয়
অভিশাপের অশ্রুবাষ্পের মতো সেইসব দুঃখকষ্ট
আমাকে ঘিরতে থাকে যেন আজকাল
প্রার্থনা করতে পারি না
নিজের জন্যে কারো কাছে কিছু চাইনি কখনো

প্রারব্ধের অন্ধকারের মতো একটা অসুখ

বহুদিন হল কেড়ে নিচ্ছে আমার শান্তি

অভিমান

অভিমানের ধূসর পাখিটা আর নেই
মস্ত ধূধূ মাঠ আর অন্তহীন আকাশ
আর এলোমেলো হাওয়া
এখানে ওখানে ফণিমনসা কাঁটালতার জঙ্গল
নিশ্চিহ্ন দেওয়াল তুলসীমঞ্চ
কেটে নিয়ে গেছে কেউ বাতাবী লেবুর গাছ
তুলে নিয়ে গেছে এক একটি ইঁট
শুষে নিয়ে গেছে পিপাসার সব জল
কুয়োর মধ্যে ঝুলে আছে মাকড়সার জাল
ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জীর্ণ অশ্বত্থ
তেমনি জেগে আছেন বশিষ্ঠ
মেঝেয় বিছিয়ে আছে অসামান্য তৃণ
শুধু অভিমানের ধূসর পাখিটা আর নেই কোথাও।

দেখতে দেখতে

দেখতে দেখতে অনেকদিন কেটে গেল।
অনেক রোদ্দুর ঝরতে ঝরতে ফুরিয়ে গেল
অনেক বৃষ্টি ঝরতে ঝরতে নিঃশেষ।
পথ থেকে পথে ঘুরতে ঘুরতে
ক্ষয়ে গেল দুরন্ত দুপুর।

বিকেলও বুড়িয়ে আসছে এখন।
এখন শুধু ফিরে যেতে ইচ্ছে করে বার বার।
কোথায় তা জানি না।
কিন্তু ফিরে যেতে ইচ্ছে খুব।
কার কাছে তা জানি না।
শুধু মনে হয় আমার জন্যে এক রাশ মমতা
ছড়িয়ে রেখেছে কেউ কোথাও
আমাকে ছুঁয়ে দেখতে ভালোবাসার করতলে কাঁপছে
তিরতির প্রতীক্ষা।
জানি না, আমি কিছুই জানি না
চিরদিন মাথামোটা মানুষ
বোঝাতে পারিনি কিছুই
গুহা থেকে গুহায় পথ থেকে পথে
দেখতে দেখতে কেটে গেল অনেকদিন
স্নেহে প্রেমে আঘাতে অপমানে
মন্দ না।
তবু এখন ফিরে যাবার ইচ্ছেটা
হৃদয় মুচড়ে বেজে উঠছে
একটা দুঃখী গানের মতো।

স্মৃতি

স্মৃতি আমাকে মাজে মাঝে অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার করে।
যেমন ভীষণ দুঃখী কোনো দুপুর থেকে আমাকে হাত ধ'রে
পৌঁছে দেয় রোমাঞ্চিত আনন্দের এক সুগন্ধী সন্ধ্যায়।
ভিড় ভর্তি বাসে উর্ধ্ববাহু ঝুলন্ত আমাকে পৌঁছে দেয়
মিহি কুয়াশার চাদর মোড়া রোদ ঝলমল ম্যালে।
ঘুম না আসা কোনো রাত থেকে অনায়াসে তুলে নিয়ে যায়
সেই হাজার নিমপাতার ঝ'রে যাওয়া পথে পথে রেবার সঙ্গে।
পানভোজনমত্ত পান্থশালা থেকে কৌশলে চ'লে যেতে পারি
একটি নদীর কিনারে যেখানে অনন্ত ধ্যানমগ্ন আমার পিতা।
স্মৃতিভুক আমার সত্তা ধীরে ধীরে প্রেমের আলোয় স্নান করে
শুচিস্নিগ্ধ হয় আমার প্রভুর জন্যে আমার প্রিয়তমের জন্যে।